সুরলা।

(বিয়োগান্ত দৃশ্যকাব্য।)

শ্রীউমাকান্ত হাজারী
কর্ত্তৃক
প্রণীত ও প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা,
১৩৩ নং মস্‌জিদ্‌ বাড়ী ষ্ট্রীট,
"হরি-যন্ত্রে"
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১০ সাল, শ্রাবণ।

মূল্য ৸০ বার আনা।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

প্রবীর	... ...	বিতস্তার রাজা।
বিদ্যাধর	...	রাজ-বয়স্য।
উদয়ন	... ...	রাজমন্ত্রী।
অবিক্ষিৎ	...	চম্পার রাজা।
বাৎস্য	... ...	চম্পার মন্ত্রী।
সিদ্ধনাথ	...	চম্পারাজের গুরু।
সুশীলকুমার	... ...	সিদ্ধনাথের শিষ্য।
চণ্ডশীল	...	ভদ্রকের রাজপুত্র।

রাজবৈদ্য, রাজপুরোহিত, দৌবারিকগণ, রক্ষিগণ ও সাপুড়িয়া বৈদ্য ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

সুরমা	... ...	অবিক্ষিতের মহিষী।
মুরলা	...	অবিক্ষিতের কন্যা।
তমস্বিনী	... ...	সিদ্ধনাথের কন্যা।
সুনীতি	...	মুরলার সহচরী।
বিদ্যাধরী	... ...	বিদ্যাধর-পত্নী।

বেদেনী ও মুরলার সখিগণ।

সংযোগ স্থল ; বিতস্তা ও চম্পানগরী।

মুরলা।

(দৃশ্যকাব্য।)

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বিদ্যাধরের বাটীর সম্মুখ।

বেদে ও বেদেনী।

বেদেনী। তবেরে হতচ্ছাড়া মুখপোড়া মিন্সে, আমি অলক্ষ্মী হ'য়েছি। বটে—

গীত।

বেদে। ওরে, আমার চ্যাপ্‌টা বদনী।
চুপ্‌ চুপ্‌ চুপ্‌ করিস্‌নে আর গুণের বাখানি॥
বেদেনী। মাল্‌সা মুখো দেড়ে বঁধু,
ফুরিয়ে গেছে ভাঁড়ের মধু,
এবার জেনে নেব যাদু কত বড় মর্দ্দানি।
বেদে। ওরে আমার নথ্‌নি দোলানী,
আর হানিস্‌নে নয়ন বাণ—ম'রে যাব আমি॥
বেদেনী। মিন্সে লো তোর হাতে পড়ে,
সোণার বরণ গেছে পুড়ে,
ভাল ঘরে প'ড়্‌লে পরে—হ'ত কত জবরানি।
বেদে। রাগ করিস্‌নে পোড়ামুখী (তোরে) কিসে

(বিদ্যাধর-পত্নীর প্রবেশ।)

বিদ্যা-পত্নী। তোরা মাগ্ ভাতারে আজ যে ভারি ঝগড়া যুড়ে দিয়েছিস্ দেখ্‌ছি। বলি, ব্যাপারখানা কি?

বেদে। ও কিছু নয় মা ঠাক্‌রুণ, ও আমাদের বেদে বেদেনীর রসালাপ। সাপখেলা দেখ্‌বেন?

বিদ্যা-পত্নী। কি সাপ?

বেদে। দুটো একটা নয় ঠাক্‌রুণ,—গোখ্‌রো, কেউটে, বোড়া, ময়াল কত নাম ক'রবো। সব নূতন ধরা, এখনও দাঁত ভাঙ্গিনি।

বিদ্যা-পত্নী। তা খেলাতে কি নিবি, ঠিক্ বল দেখি?

বেদেনী। বেশী নয় গিন্নী ঠাক্‌রুণ, চারগণ্ডা পয়সা আর একখানি পুরানো কাপড়,—

বিদ্যা-পত্নী। ও বাবা! ও বুঝি বড় কম হ'ল?

(বিদ্যাধরের প্রবেশ।)

বিদ্যা। কি গিন্নী! কাদের সঙ্গে বাক্যালাপ হ'চ্ছে?

বিদ্যা-পত্নী। এই এরা সাপখেলাতে এসেছে। বল্‌ছে, চার আনা পয়সা আর একখানা কাপড় লাগ্‌বে।

বিদ্যা। সাপখেলা? ও সব আমার বাড়ী হবে না। রাজা মৃগয়ায় যাবে, আমি সেই সঙ্গে যাব ব'লে যাত্রা ক'রে বেরুচ্ছি, এখন সাপ! ও যে অযাত্রা। রাম—রাম।

বিদ্যা-পত্নী। তা হবে নাথ তুমি যাত্রা ক'রে যাচ্ছ যাও, আমি তো আর যাত্রা করিনি। আমি সাপখেলা দেখ্‌বো।

বিদ্যা। আরে পাগ্‌লী ও আপদের খেলা কি মানুষে পয়সা দিয়ে দেখে? খেলা দেখ্‌লে সারারাত্তিই এই সাপের স্বপন দেখ্‌তে হবে, থেকে থেকে ভয়ে আঁতকে উঠ্‌তে হবে।

বিদ্যা পত্নী। ও বাবা! বল কি? সত্যি নাকি?

বিদ্যা। সত্যি না কি মিথ্যে বিদ্যাধরি! শুধু স্বপন দেখা না, বোধ হবে, যেন কোন সাপ গুড় গুড় ক'রে পেটের মধ্যে ঢুকলো, কোন সাপ গলা জড়ায়ে শুলো—(নেপথ্যে চাহিয়া) গিন্নী—গিন্নী! শীঘ্র বাটীর ভিতর যাও। রাজবাড়ীর দূত আস্‌ছে। যাও—যাও,—উঁহু—দেখে ফেল্লে।

(বিদ্যাধর-পত্নীর প্রস্থান।)

(জনৈক রাজ-রক্ষীর প্রবেশ)

রাজরক্ষী। মহারাজের যাত্রার সমস্ত আয়োজন হ'য়েছে, কেবল আপনার জন্য বিলম্ব হ'চ্ছে।

বিদ্যা। আমিও বাপু দুর্গানাম ক'রে, বিল্বপত্র হাতে নিয়ে বাহিরে এসেছি, আর সম্মুখে এই মহা অযাত্রা। (বেদের প্রতি) যা ব্যাটা শালা—মেয়ে মানুষ ভুলুয়ে, আমার বাড়ী পয়সা নিতে এসেছে।

রাজরক্ষী। চলুন মহাশয়! আর বিলম্ব কর্ব্বেন না।

বিদ্যা। হাঁ—চল।

(বিদ্যাধর ও রাজ-রক্ষীর প্রস্থান।)

বেদেনী। বামুনটা কি কৃপণ গো! চারগণ্ডা পয়সার মায়ায় একঝুড়ি মিথ্যে ব'লে গেল?

বেদে। আজ দেখ্‌ছি বরাতটা বড় ভাল নয়। যাক্‌, তুই সাঁড়াশিটা দে দেখি, এই সাপটার বিষটুকু বার ক'রে নি।

(চণ্ডশীলের প্রবেশ।)

চণ্ড। এই যে এইখানেই দেখ্‌ছি, আমি তোমাদের বাড়ীপর্য্যন্ত গেছ্‌লুম।

বেদে। কেন মশায়!

চণ্ড। একটু বিষের প্রয়োজনে।

বেদে। দোহাই মশায়! ও কথা ব'ল্‌বেন না। বিষ বেঁচার কথা কোটালের কাণে উঠ্‌লে আর নিস্তার থাক্‌বে না। আমাদের ছাঁ বাচ্চা একগড় ক'র্‌বে।

চণ্ড। সেজন্য কোন চিন্তা নাই। আমি রাজবৈদ্য—রাজার আয়ুবৃদ্ধির জন্য কস্তুরীভূষণরস প্রস্তুত ক'র্‌বো। আমার কাছে বিক্রয় ক'ল্লে কোন অপরাধ হবে না।

বেদে। আজ্ঞে—কর্ত্তা—আপনিতো রাজবদ্যি নন।

চণ্ড। আরে পাগল—আমি মহারাজার শ্বশুরবাটীর বৈদ্য, আমাকে তোমরা কেমন ক'রে চিন্‌বে? এই টাকাটী নেও, ঐ বিষটুকু দিলেই আমার কার্য্য হবে।

বেদে। (বেদেনীর প্রতি) কি বলিস্‌?

বেদেনী। তা, উনি যখন রাজার শ্বশুরবাড়ীর বদ্যি—তাতে ঝক্‌ঝকে টাকাটা নগদ দিচ্ছেন, তখন—দেখ্‌বেন কর্ত্তা আমাদের যেন কোন দায় না পড়ে।

চণ্ড। সেজন্য কোন ভয় নাই। আজই রাত্রে ঔষধ তৈয়ার করবো।

(বেদের টাকা গ্রহণ ও বিষপ্রদান।)

(চণ্ডশীলের প্রস্থান।)

বেদে। বৌ! একটা টাকা পালাম সত্যি, কিন্তু বুকটার দপ্‌-দপানি মিট্‌ছে না। যদি খেলা ক'রে একটা আধুলিও হ'ত, তা হ'লেও এরচেয়ে ভাল হ'ত।

বেদেনী। নে—নে—আর ভেবে কাজ নেই। কত লোকে কত কি ক'রে ফেল্লে—এখন—চ—দক্ষিণপাড়াটা ঘুরে আসি।

উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সরোবরতীরস্থ উদ্যান।

তমস্বিনী, মুরলা, সুনীতি ও সখীগণ।

(সখীগণের গীত।)

কাল জল, করে ঢল ঢল।
হ'য়ে গলাগলি, আয়লো আলি, ছুটে যাই চল
শ্বেত শতদল, নাচে তালে তাল,
ভ্রমরা বঁধূ, লুটে মধু, তবু হাসে খল খল।
ঐ কুহুতান, হৃদে হানে বাঁণ,
ওলো সাঁঝের বেলা কাজ কি খেলা ঘরে ফিরে চল॥

১ম সখি। (তমস্বিনীর প্রতি) আজ যে আমার দিদির মুখখানি ভার ভার মতন দেখ্‌ছি। আর কোনখান হ'তে সম্বন্ধ এলো নাকি ?

তমস্বিনী। তোরা আমায় নিয়েই আছিস্ দেখ্‌ছি। রঙ্গের কি আর সময় অসময় নেই ?

১ম সখি। না ভাই তুই বড় কাটখোট্টা মেয়ে, তোর প্রাণটা ভারি শক্ত। বাবা কত জায়গায় সম্বন্ধ ক'ল্লে, তা তোর মনেই ধল্লোনা, পচ্ছন্দই হ'লোনা। বলি চিরকাল কি আইবুড় হ'য়ে থাক্‌বি ?

২য় সখি। ওলো তা নয় লো, তা নয়। ও মনে মনে কি একখানা ভেবেছে। বোধ হয়, সুনীল কুমারের গলায় বরমালা দেবে।

সুনীতি। যা, যা, আর রঙ্গে কাজ নেই। (মুরলার প্রতি সখি! আর আর বেশী বিলম্ব করা হবে না। দেখ, সন্ধ্যা

হয় হয় হ'লো। আর বিলম্ব হ'লে কাল্‌কার মত মার কাছে বকাবকি শুন্‌তে হবে।

মুরলা। না সুনীতি, আর বেশী বিলম্ব কর্ব্বো না। এই মালা-ছড়াটা গেঁথে নিয়ে যাই চল।

তম। বেশ—বেশ—আমার তোলা ফুলগুলো নিয়ে মালা গাঁথা হ'চ্ছে বুঝি? ভাল—ভাল—

মুরলা। তা ভাই, এতে আর কি দোষ হ'ল। ঐ তো অনেক ফুল ফুটে রয়েছে, তুমি না হয় গোটাকতক তুলে আন। সুনীতি! দিদিকে ভাল দেখে অনেকগুলো বেলকুঁড়ি তুলে দেতো।

তম। দেখ, মুরলা, তোর বড় বাড় হ'য়েছে। রোজ রোজ আমার তোলা ফুলগুলি নিয়ে মালাগাঁথা হয়। গুলো অত বুদ্ধি ভাল নয়,—ভেঙ্গে প'ড়বে—

মুরলা। প্রিয়সখি!
কিহেতু চঞ্চল?
কু-বচন কেন বল?
কর ক্ষমা সঙ্গিনী ভাবিয়া।

তম। না ক্ষমিব তোরে পাপীয়সী,
মনোমত দিব প্রতিফল।

মুরলা। প্রতিফল কি দিবে আমায়?
রাজার কুমারী আমি,
কিবা ভয় নিকটে তোমার?

তমস্বিনী। আরেরে মানিনী,
রাজার নন্দিনী বলি মনে অভিমান?
জাননা পাপিনী,

যার শ্রীচরণ,
পিতা তোর পূজে অনুক্ষণ,
তাহার কুমারী আমি।
তোর সম জনে,
কিবা ভয় দিতে প্রতিফল।

মুরলা। বৃথা গর্ব্ব পরিহর বালা।
জানি তব পিতার সম্মান;
পিতা মম ক্ষত্রিয়ের পতি,
শচীপতি প্রায়,
রাজ বেশে স্বর্ণাসনে রয়;
স্তাবক সমান,
পিতা তব বসে মৃত্তিকায়॥
পিতার তোমার,
আশীর্ব্বাদ কেবল সম্বল,
কষ্টে তাহে মিলে অন্ন জল।
জিজ্ঞাসি ভগিনী;
পরদত্ত অন্নজল করিয়া সেবন,
এত গর্ব্ব পায় কি শোভন?

তরঙ্গিনী। আরেরে পাপিনী,
নীচমুখে উচ্চ ভাষা।
ক্ষত্রিয়া হইয়া তুই নিন্দিস ব্রাহ্মণে?
স্তাবক আমার পিতা?
দেখিবি দেখিবি,
স্তাবকের কত বাহুবল;
কত রক্ত স্তাবক শিরায়;

যার ডরে কম্পমান চম্পক নগর,
পিতা তোর সদা যোড় কর,
স্তাবক সে মহাজন ?

সুনীতি। ঠাকুরাণী দেহ ক্ষমা,
মিথ্যা দ্বন্দ্বে কিবা প্রয়োজন ?
হের অস্ত যায় দিনমণি,
আইলে রজনী,
নিবিড় আঁধারে ঢাকিবে কাননপথ,
গৃহে ফেরা হইবে শঙ্কট।

মুরলা। কেন ক্ষমা দিব সহচরি !
প্রতিগ্রহ জীবিকা যাহার,
তার তনয়ার কেন এত অভিমান ?
কপর্দ্দক হীনজন,
কেন সদা কহে কুবচন ?
স'য়েছি বিস্তর ব্রাহ্মণ কুমারী বলি,
দীনা ভাবি করিয়াছি ক্ষমা বহুবার ;
কিন্তু আর না পারি সহিতে।

(প্রস্থানোদ্যোম।)

তমস্বিনী। কোথা যাস্ গরবিনী ?
পুষ্প মম কর পরিহার।

মুরলা। ভিক্ষুক তনয়া,
এস ধীরে পশ্চাতে আমার।

(প্রস্থান।)

পশ্চাৎ পশ্চাৎ সুনীতি, সখীগণ ও তমস্বিনীর প্রস্থান

(নেপথ্যে)

মুরলা। বার বার ক্ষমিয়াছি তোরে,
না করিব উপরোধ আর।

তমস্বিনী। গেল প্রাণ—

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বনপথ।

(দ্রুতবেগে মৃগশিশুর প্রবেশ ও প্রস্থান।)

(মৃগয়াবেশী প্রবীরের প্রবেশ।)

প্রবীর। একি! একি! লক্ষ্যভ্রষ্ট মম!
পলাইল মৃগশিশু উপেক্ষিয়া মোরে!
রুদ্ধ হও সমীরণ,
কক্ষচ্যুত হওরে তপন,
আজি লক্ষ্যভ্রষ্ট প্রবীর রাজন।
দূর হও শরাসন,

(ধনুঃ নিক্ষেপ।)

(বিদ্যাধরের প্রবেশ।)

বিদ্যা। মহারাজ! একটা হরিণ পালিয়েছে বলে এত কেন? ক্ষুদ্রের জীব, গ্রহগতিকে বেঁচে গেছে, ভালইতো?

প্রবীর। অবোধ ব্রাহ্মণ!
ক্ষত্র হৃদি বুঝিবে কেমনে?
ক্ষত্রিয়ের লক্ষ্যভ্রষ্ট,
হেন অপমান কি আছে ধরায় আর?
আজি বংশে মম রটিল অখ্যাতি,

বাহুবলে পড়িল কালিমা।
ধিক ধিক জীবনে আমার।

বিন্দা। ও বাবা! হরিণের বাচ্চা বেঁচে গেলে যে এতটা হয়, তাত এবার জন্মেও শুনিনি। তা মহারাজ! এতো কেউ আর জান্‌তে পারেনি; আমি না হয় চেপে যাব, কারও কাছে নাই বল্‌বো! কেউ শুন্‌তে না পেলেত আর কলঙ্ক হবে না।

প্রবীর। রহস্যের স্থান নহে ইহা,
রঙ্গ শোভে বিলাস ভবনে।

বিন্দা। তা যাক্, শিকার তো বেঁচে গেছে, এখন আর বীরত্ব দেখায়ে কি ফল হবে। যদি আরও একটু কাঁদাকাটা কর্ত্তে হয়, তা এই বেলা সেরে নিন। সূর্য্য তো পাটে বস্‌লেন, শেষে রাত্রিকালে শিয়ালের হাতে পড়বেন?

প্রবীর। পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক মম,
নিকটে কি আছে জলাশয়?

বিন্দা। জলের জন্য আমারও প্রাণপাখী দেহ-খাঁচায় থাকতে কষ্টবোধ কচ্ছেন। আসুন, দেখি কোথায় কিছু পাওয়া যায় কি না। তীর ধনুকগুলো আর ফেলে রেখে কি হবে, কুড়ায়ে নেওয়া যাক্।

(উভয়ের প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—০*০—

অন্ধকারাবৃত বনপথ।

চণ্ডশীল।

চণ্ড। এইখানে থাকলেই ঠিক হবে, এই পথে নিশ্চয়ই আসবে। এই ঝোপটার আড়ালেই বসি, তা হ'লে দুইদিকই দেখতে পাব। (উপবেশন) ওঃ—কি ভয়াত্মক অন্ধকার, নিকটের বস্তুও দেখা যাচ্ছে না। একে এইখানটায় ভয়ানক অন্ধকার, তাতে অল্প অল্প মেঘ হওয়ায় ভারি সুবিধা হয়েছে। নরাধম! বহুদিনের পর আজি শুভ অবসর পেয়েছি। আজ তোর হৃদয়ের রক্ত দর্শন করে অতীতের সমস্ত জ্বালা নিবারণ কর্ব্বো। এই বিষবাণ তোর মৃত্যুবাণ হবে। ওই না কিসের শব্দ হচ্ছে, হঁ্যা—বেশ হ'য়েছে। মূর্খ বোধ হয় অন্ধকারেই আসছে, কাল নিকটবর্ত্তী হয়েছে কি না? আর একটু নিকটে আসুক। আমি ততক্ষণ ঠিক হ'য়ে বসি।

(সহসা ঝোপ মধ্যস্থ একটি ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওন।)

রক্ষা কর, রক্ষা কর, কে কোথায় আছ, রক্ষা কর, প্রাণ যায়।

(নেপথ্যে "ভয় নাই"—"ভয় নাই"।)

(প্রবীর ও বিদ্যাধরের প্রবেশ।)

বিদ্যা। আমার চ'খে কি মণি জ্বলছে মহারাজ, যে অন্ধকারেও দেখতে পাব। ওদিকে যাবেন না—ও রাক্ষস, ছলনা ক'রে ওরূপ করছে।

প্রবীর। স্থির হও ব্রাহ্মণ কুমার,

ক্ষত্রিয়ের কিবা ডর?

কর অন্বেষণ,
কে বিপন্ন বনমাঝে ?
প্রাণ বিনিময়ে করিব উদ্ধার তারে।

বিদ্যা। তা আর করবেন না। কথাতেই আছে, 'গোঁয়ারের মরণ গাছে'। যা বুঝুন করুন গে, শর্ম্মা আর এক পাও নড়বেন না। যদি দেখি শঙ্কট, তবে এই দিক দিয়েই চম্পট।

চণ্ড। এই দিকে—প্রাণ যায়—বাঘের মুখে—

বিদ্যা। ও বাবা! বাঘ-বাঘ—বাঘে মানুষ ধ'রেছে, খেয়ে ফেলেছে নাকি ? হায়! হায়। সাপ দেখে যাত্রা করবার ফল হাতে হাতে ফ'লে গেল। সাপের হাতে না প'ড়ে, বাঘের হাতে প'ড়তে হ'ল।

(আলোক হস্তে রাজরক্ষীগণের প্রবেশ।)

১ম রক্ষী। মহারাজের কণ্ঠস্বর অনুসরণ ক'রে, আমরা এইদিকে এসেছি।

প্রবীর। হের হের দৃশ্য বিভীষণ!
পতিত অভাগা,
পৃষ্ঠে তার দুরন্ত শার্দ্দূল।
লোল জিহ্বা করে লক্ লক্
বিদ্যুতাগ্নি ভাতিছে নয়নে।

(অসি হস্তে আক্রমণ।)

রহ সবে সাবধান!
না করি বিলম্ব,
ত্বরায় বধিব নর-অরি।

(আহত হইয়া ব্যাঘ্রের পলায়ন।)

(চণ্ডশীলের প্রতি) কে তুমি পতিত ভূমে?
নিশাকালে কি হেতু বিপিনে?
সাড়া নাই!
নাসিকায় নাহিক নিশ্বাস,
প্রাণ ভয়ে হতভাগা হ'য়েছে মূর্চ্ছিত।
(১ম রক্ষীর প্রতি) শিবির কি হইবে নিকটে?

১ম রক্ষী। নহে দূর মহারাজ!

প্রবীর। ভাল!
দোঁহে রহ হেথা সাবধানে।
অবিলম্বে শিবিরে যাইব,
শিবিকা পাঠাব,
তুলি তাহে বিপন্ন পথিকে,
শিবিরে ফিরিবে সবে।

১ম রক্ষী। যথা আজ্ঞা প্রভু!

প্রবীর। চল সখা!

বিদ্যা। মহারাজ! আজকার ব্যাপার দেখে প্রাণের ভিতর যেন ধড়াস্ ধড়াস্ কর্‌ছে। বলি, শিবিরে যাবার পথে—শিয়াল টিয়াল নাই তো?

প্রবীর। কি ভয় তোমার সখা!
প্রবীরের দেহে,
শেষবিন্দু থাকিতে শোণিত,
না হ'বে কণ্টক বিদ্ধ চরণে তোমার।

বিদ্যাধর। ও কথা অনেকেই বলে মহারাজ! কিন্তু কাজের বেলা বড় খাটে না। তখন যার সামাল তার কাছে। চলুন, আমি কিন্তু আপনার হাত ধ'রে পাশে পাশে যাব।

(উভয়ের প্রস্থান।)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

সরোবর তীরস্থ পথ।

তমস্বিনীর প্রবেশ।

তমস্বিনী। ধিক্ ধিক্ জীবনে আমার,
নীচ হস্তে এত অপমান।
উপেক্ষিয়া গেল চলি।
হায়! হায়!
মরণ না হ'ল কেন?
মরিলে তো জুড়াত জীবন।
যাই—যাই—
সলিলেতে ত্যজি পাপ-তনু,

(কিয়দ্দুর গমন।)

না—না—মরিব না।
মরিলে তো মুরলা রহিবে,
সখীসনে আনন্দে হাসিবে।
না মরিব, প্রতিশোধ লব,
দেখে লব পাপিনীর কত অহঙ্কার।

(প্রস্থান।)

(সিদ্ধনাথের প্রবেশ।)

সিদ্ধ। বনভূমি আঁধারে নীরব।
আঁতি পাঁতি করি অন্বেষিনু সর্ব্বস্থান,
কিন্তু হায়! তামসী কোথায়?
বিপদে কি পড়িল বালিকা?

তামসী—তামসী—
সংসার বন্ধন অভাগার,
জীও যদি প্রদান উত্তর,
কাতর জনক তোর।

(দূরে তমস্বিনীর প্রবেশ।)

এই যে আসিছে ধীরে তামসী আমার।
মা—মা—
কোথা ছিলি এতক্ষণ ?
একি—একি—
কি হেতু না প্রদানি উত্তর,
ফেলিতেছ দীর্ঘশ্বাস ?
কেহ কি করেছে অপমান ?
কোন হীন জন,
বলেছে কি কুবচন ?

তম। পিতা—পিতা—
তব কাছে কি আর বলিব ?
ভবনেতে আর না ফিরিব,
লোকালয়ে মুখ না দেখাব ;
হীন প্রাণ ত্যজিব সলিলে।
মম গর্ব্ব খর্ব্ব এতদিনে।

অপমানে তনু জর জরণ
সিন্ধু। কথা না বুঝিতে পারি ;
তুই মম হৃদয়-শোণিত,
সংসার মরুতে বারি,
কে করিল তোরে অপমান ?

কোন মূঢ় সর্পে জাগাইল ?
স্বেচ্ছায় অনল কেবা পরশিল করে ?
আজি সায়াহ্ন সময়ে,
পুষ্প আনয়নে,
গিয়েছিনু রাজ-উপবনে।
সখীসনে মুরলা আছিল তথা ;
কথায় কথায়—
গর্ব্বে বালা কত কি কহিল,
ইচ্ছামত নানা গাল দিল,
ভিক্ষুক বুলিল তোমা।
কি ? এত গর্ব্ব ক্ষত্রিয়াবালার ?
তার পর,—তার পর—
শুনিলে সে কথা,
পাবে হৃদে সুদারুণ ব্যথা ;
রোষে ক্ষোভে হইয়া অধীর,
অবসন্ন মনে,
ফিরিতেছি আপন ভবনে ;
এ হেন সময়ে,
ভুজঙ্গিনী সম গরজি উঠিল বামা,
পুনঃ গালি দিল;
কটু ভাষে তোমায় নিন্দিল ;
পরে সখী সনে মিলি,
ইচ্ছামত মোরে প্রহারিল।
দেখ দেখ পিতা
কর্দ্দমে ভূষিত কায়,

পার্শ্বে পৃষ্ঠে রক্তধারা বয় ;
হের,
নাসিকায় দারুণ আঘাত,
রক্তে আর্দ্র পরিধেয় বাস।
বনমাঝে হইত মরণ,
যদি সুনীতি না করিত রক্ষণ।

সিন্ধু। আয় বাছা পশ্চাতে আমার।
নীরবে স্থাণুর মত
সহিব না তোর অপমান।
রাজগৃহে যাব,
প্রতিশোধ এখনই লইব।
দেখিব দেখিব
ক্ষত্রিয়ের কত বাহুবল,
কত রক্ত ধমনীতে বয়?
আয় আয় পশ্চাতে আমার,
দুঃখ তোর দূরিব এখনি।

তম। পায়ে মোর মুরলা পড়িবে,
ক্ষমা কর বলিয়া কাঁদিবে ;
উপহাসে উড়াইব তাহা,
তবে যদি ঘুচে মনোব্যথা।

সিন্ধু। ভাল বৎসে! তাই হ'বে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—*—

[মন্ত্রণা কক্ষ।]

অবিক্ষিৎ ও বাৎস্য।

বাৎস্য। মহারাজ! কুমারীর বয়ঃক্রম প্রায় চতুর্দ্দশবর্ষ অতিক্রম করেছে; শাস্ত্রানুসারে ইহাই শুভ পরিণয়ের প্রশস্ত কাল। আপনার আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। তাঁহাকে সুপাত্রে অর্পণ করে, কন্যার প্রতি পিতার প্রধান কর্ত্তব্য পালন করুন। আপনার আজ্ঞানুসারে পূজ্যপাদ গুরুদেবের গৃহে দূত প্রেরণ করেছি, তাঁহার শুভাগমনের আর অধিক বিলম্ব নাই

অবি। মন্ত্রী! আর ও প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রোনা। যখন ভাবি আমার প্রাণাধিকা মুরলা পরের হ'বে, বাছা আমাদিগকে জন্মের মত পরিত্যাগ ক'রে অন্য গৃহে গমন ক'রবে, তখন হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে যে কি যন্ত্রণা হ'তে থাকে, তাহা প্রকাশ করা যায় না। সে অব্যক্ত যাতনা অসহ্য!

বাৎস্য। মহারাজ! প্রিয় বস্তুকে নিকটে রাখাই ভালবাসার স্বাভাবিক ধর্ম্ম, প্রিয়-বিচ্ছেদ-চিন্তা বাস্তবিকই অসহ্য, কিন্তু;——

(দ্রুতবেগে জনৈক দৌবারিকের প্রবেশ।)

দৌবা। মহারাজ ভয়ে বচন না সরে,
গুরুদেব উপনীত দ্বারে।

বাৎস্য। আরে নীচমতি মূঢ়!
গুরুদেব দ্বারে,
কিবা ভয় তায়।

দৌবা। রুদ্রমূর্ত্তি হেরি কাঁপে কায়।
থর থর কম্পিত শরীর,
লোহিত বরণ আঁখি,
অনল প্রবাহ তাহে ধায়;
নাসিকায় যেন ঝড় হয়।
"কোথা রাজা", "কোথা রাজা" বলি,
ভ্রমিছেন দ্বারে দ্বারে।
ঐ—ঐ—সাক্ষাৎ শমন!

(সিদ্ধনাথের প্রবেশ।)

ঋষি। প্রণমি চরণে গুরুদেব।

সিদ্ধ। আরে আরে পাতকী দুর্জ্জন,
এত দর্প,
গর্ব্বে কর ব্রাহ্মণে হেলন?
কথায় কথায় ব্রাহ্মণের অপমান?
আজি হাহাকার তুলিব নগরে,
রাজ্য ধন দিব ছারেখারে,—

ঋষি। গুরুদেব! গুরুদেব!
না জানি কি অপরাধ করেছি শ্রীপদে।
আতঙ্কে কাঁপিছে কায়,
কৃপা করি কহ সমুদায়;
যদি হ'য়ে থাকি দোষী,

কহ তা প্রকাশি,
নিব দণ্ড সমুচিত।

সিন্ধু। শোন্ তবে দুরাশয় !
আজি সাহাহ্ন সময়ে,
মধু সরোবর তীরে,
কন্যা তোর কাঁদায়েছে তামসীরে।
মনোমত দেছে গালি,
ইচ্ছামত ক'রেছে পীড়ন।
হায় !
মাতৃহীনা কতনা কাঁদিল,
অশ্রুজলে বসন তিতিল,
চক্ষে তাহা হেরিল অভাগা !
দেখ্ দেখ্
কি তপ্ত সলিল,
ঝর ঝর দু'নয়নে ঝরে।
ওহো !

অবি। প্রভু !
বুদ্ধিহীনা মুরলা আমার,
করিয়াছে মহা অপরাধ !
ধরি পায়,
নিজগুণে ক্ষমহ তাহায় !
দীনজনে ঠেলনা চরণে,
আশ্রিত এ দাস তব।

সিন্ধু। ছাড়্ পদ নরাধম,
এ পাপের নাহি কোন ক্ষমা।

বাংস্ত। গুরুদেব!
ব্রাহ্মণের ভূষণ সন্তোষ;
ক্ষম রোষ,
আশ্রিতে রাখহ পায়।
হের বারি রাজার নয়নে।

সিদ্ধ। ঝর ঝর সলিল নয়নে,
একাকিনী কাঁদে বালা বনে,
আনিতে না পারিনু ভবনে।
কন্যা লয়ে যাও তার কাছে,
ক্ষমা ভিক্ষা মাগ চরণেতে;
যদি তায় শান্ত হয় বালা।

অবি। গুরুদেব! তাহাই করিব;
কন্যাসনে চরণ ধরিয়া,
কাঁদিয়া ভিজাব ধরা।
যাও মন্ত্রী অন্তঃপুরে,
মুরলায় আনহ সত্বরে।

[বাংস্তের প্রস্থান

চল প্রভু!
ধরি গিয়া ভগিনী-চরণ,
মাগিগে জীবন ভিক্ষা।

[উভয়ের প্রস্থান।]

ইতি প্রথমাঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সিদ্ধনাথের গৃহসম্মুখ।

সুশীল ও তমস্বিনী।

সুশীল। ভদ্রে!
গুরু আশীর্ব্বাদ
লভিয়াছি বহু পুণ্যফলে।
কালি প্রাতে যাব নিজালয়ে,
তব কাছে মাগিছে বিদায়।

তম। বিদায়! বিদায়!
কারে দিতে বলহ বিদায়?
তুমি মম জীবন ঈশ্বর,
হৃদাকাশে পূর্ণ শশধর;
প্রাণ, মন, জীবন, যৌবন,
বিকায়েছি তোমার চরণে;
কৃপা করি করহ গ্রহণ।

সুশীল। একি কথা সুবদনী!
ভগ্নি তুমি ভ্রাতা আমি;
ছি ছি ক'র কর পরিহার।
শুনিলে এ কথা
গুরু পাইবেন ব্যথা;

সকলে নিন্দিবে,
দেশমাঝে কলঙ্ক রটিবে।

তম। প্রাণেশ্বর!
কলঙ্কে কি ডর?
লোক গঞ্জনায়,
বল কিবা আসে যায়?
রাখ মান,
যুবতী প্রণয় যাচে।
ধরি পায়, হ'য়োনা নিদয়।

সুশীল। ধিক্ ধিক্ হৃদয়ে তোমার;
নাহি কর সম্বন্ধ বিচার?
পিতা তব ধর্ম্ম পিতা মম,
তুমি মম ধরম ভগিনী,
কোন প্রাণে, কোন জ্ঞানে,
ভগিনী হইয়া চাহ ভ্রাতার প্রণয়?

তম। গুণমণি!
তাপিতা তরুণী,
সম্বন্ধ বিচার কেমনে করিবে বল?
হৃদয় জ্বালায়,
রমণীর লাজ পরিহরি,
পাগলিনী প্রেমভিক্ষা চায়;
প্রত্যাখ্যান উচিত কি হয়?
হের অঙ্গ জর জর,
কাঁপিতেছি ভয়ে থর থর।

সুশীল। আরে আরে কামুকী কামিনী!

ভ্রাতা বলি না হয় সরম ?
কুলটার মত কর প্রেম অভিনয় ?
পাপ আশা প্রকাশ নয়নে ?
শত ধিক্ তব আচরণে।

তম। কেন বৃথা কর তিরস্কার ?
কিবা দোষ অবলার ?
কেন বল তোমায় নয়ন,
ফুলবাণ করে বরিষণ ?
কেন স্বর বসন্ত বাহার ?
কেন শ্বাস ফুলরেণুময় ?
কেন বল রূপের শিখর কায় ?
অবলা ললনা বিজনে করিত বাস,
কেন তার কোমল হৃদয়ে
আঁকিলে ও রূপ ছবি ?
কেন তারে পিয়ালে গরল ?
মজায়েছ যারে,
এবে, সর্পী সম কেন ত্যজ তারে ?
কেন বজ্র হান তার শিরে ?
প্রাণেশ্বর !
ধরি কর,
অবলায় কাঁদায়ো না আর।
তৃষিত অধর,
বারেক চুম্বন কর।
ধরি হৃদে কর আলিঙ্গন,
হয়ে অচেতন,

মোহে বক্ষঃ দেখিব স্বপন।

সুশী। তামসি!
আমারে করিও ক্ষমা।
জীব যতদিন,
ভগিনী ভাবিব তোমা।
ক্ষত্রিয় কুমার আমি,
কামমোহে ধরিয়াছ তুমি মম কর,
প্রায়শ্চিত্ত করিব তাহার।
বিদায় এখন,
দেবপদে প্রার্থনা আমার,
হবে সুখী পতির সোহাগে।

(প্রস্থান।)

তম। যেওনা যেওনা—
বধিওনা অবলায়।
উঃ! এত দর্প,
রূপ অহঙ্কারে,
যৌবনের ভরে,
রমণীর নাহি রাখে মান!
উপেক্ষিয়া গেল চলি!
হায়! হায়!
প্রাণ তবু কাঁদে তার তরে!
যাই—যাই—
পুনঃ গিয়া সাধিগে তাহায়,
হেরে মুখ যদি দয়া হয়।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সরসীতীরস্থ উপবন।

মুরলা, সুনীতি ও সখিগণ।

গীত।

ধীর সমীর বহে ধীরে।
কমল ঢলঢল সরসী-নীরে ॥
কুসুমে পুনঃ পুনঃ, ভ্রমর গুণ গুণ,
মদন বিঁধে প্রাণ কুসুম শরে।
বকুল মুকুল, হাসে খল খল,
নিশির শিশিরে কামিনী ঝরে।
কানন মাতোয়ারা কোকিল স্বরে ॥

(দূরে প্রবীরের প্রবেশ।)

মুরলা। হের কিবা সুন্দর মূরতি,
জিনি রতিপতি গতি,
কে যুবা বিপিন মাঝে?
বীর আভরণে,
বপু কি সজ্জিত মনোহর?
স্বর্ণকান্তি ভুবনমোহন!
খঞ্জন গঞ্জন আঁখি,
প্রসর ললাট,
ধরমের বাঞ্ছিত ভবন।
উচ্চ আশা বিকাশ বদনে।
জ্ঞান হয় মনে,

যেন ধরা দরশনে,
শচীপতি ভ্রমিছে কাননে!

প্রবীর।　ধরা ধন্য ধরি এ মূরতি!
শোক তাপ সংসার যাতনা,
যায় দূরে নেহারি নয়ন!
মরি মরি কে তুমি রমণী,
কাননে রূপের খনি?
জিনি উষার কিরণ,
সুরঞ্জিত প্রফুল্ল আনন!
মলয় হিল্লোলে,
এলোথেলো কেশদাম দুলে,
অধরে অমিয় ঝরে!
উচ্চহৃদি মদন আসন!
বল বিনোদিনী,
কোন্ কুল করেছ পবিত্র?
প্রণয় নিগড়ে,
কোন্ ভাগ্যবান হৃদি করেছ বন্ধন?
কোন্ ধার্ম্মিক সুজন,
জনক তোমার বালা?
যদি বাধা নাহি হয়,
বিশেষিয়া কহ সমুদয়।
ঘুচাও সংশয়,
দেবী কি মানবী হও?
কথা কও,
নিরুত্তরে কেন চারুমুখী?

মুরলা। মহাত্মন!
জন্ম রাজকুলে,
মুরলা আমার নাম।
চম্পা অধিপতি,
মহারাজ অবিক্ষিৎ জনক আমার,
জিজ্ঞাসায় সাহস না হয়,
হৃদিমাঝে বল না জুয়ায়,
কহ কৃপা করি,
কেবা তুমি মহাশয়?

প্রবীর। রাজার কুমারী!
মুগ্ধমন সারল্য নেহারি।
নিতে পরিচয়,
কেন হৃদে হয় ভয়?
শুনেছ সরলা,
বিতস্তা নগরী কথা?
রাজা আমি তথাকার;
মৃগয়া কারণে,
এসেছিনু অদূর বিপিনে;
পথভ্রমে এসেছি হেথায়।

সুনীতি। (জনান্তিকে মুরলার প্রতি।)
হেন ভ্রম হ'ক চিরদিন।

মুরলা। শুনেছি পিতার মুখে বিতস্তার কথা।
বৃদ্ধ রাজা রাজ্যভার অর্পিয়া তনয়ে,
করিছেন যোগাভ্যাস বনে!

প্রবীর। সত্য তব পিতার বচন!

অভাগা সে রাজার তনয়।
সুহাসিনি!
প্রবীর আমার নাম।
(নেপথ্যে) মহারাজ! মহারাজ!
সুহাসিনী!
রক্ষীগণে করিছে আহ্বান।
অনিচ্ছায় মাগিহে বিদায়।

সুনীতি। এস মহারাজ!

[প্রবীরের প্রস্থান।]

মুরলা। সখি!
এতদিনে খর্ব্ব অভিমান;
গেল ভাসি হৃদয়বন্ধন,
প্রাণমন হ'ল উচাটন;
সুনীতিরে!
কি দেখিনু—কি দেখিনু—
হেরিনু কি রূপের স্বপন?

সুনীতি। হেরিয়াছি রাজার হৃদয়,
বুঝিয়াছি শরাহত তিনি।

মুরলা। মনে মনে বরিয়াছি তাঁয়,
বল সখি কি হ'বে উপায়?
গুণনিধি কেমনে মিলিবে?

সুনীতি। হ'য়োনা অধীরা সখি।
চল যাই গৃহে;
কহি গিয়া জননীর কাছে
স্বয়ংবরা হইয়াছ তুমি।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

বনপথ।

তমস্বিনীর প্রবেশ।

তম। ধিক্ ধিক্ নারীভাগ্যে এত অপমান!
যাচিলাম কাতরে প্রণয়,
উপেক্ষিল দারুণ ঘৃণায়।
কাঁদিলাম ধরিয়া চরণ,
দেখাইনু ভয় আত্মঘাতী হ'ব বলি,
কিন্তু হ'ল সকলি বিফল।
না শুনিল কোন কথা,
বুঝিলনা হৃদয়ের ব্যথা;
হায় কোথা যাব,
কিসে দগ্ধহৃদয় জুড়াব?
না—না—
গণিব না অপমান,
পুনঃ গিয়া চরণ ধরিব,
অবশ্য হইবে দয়া।
কে আসে অদূরে?
অনুমানি রাজার কুমার;
থাকি হেথা লুকাইয়া,
যেবা হয় বুঝিব পশ্চাতে।

(প্রবীরের প্রবেশ।)

প্রবীর। দিবা অবসান,
শিবিরে ফিরিতে হ'বে।
কিন্তু চরণ না চলে যেন।
আঁখি ফিরে ফিরে চায়,
হেরিতে সে কমনীয় কায়;
অতৃপ্ত শ্রবণ,
চাহে স্বর করিতে শ্রবণ,
অধীর হৃদয় মন।
পুনঃ যাই ফিরে,
ভাল ক'রে হেরিগে তাহারে।
(কিয়দ্দূর গমন।)
না—না—
বালা লজ্জাশীলা,
ফিরিলে কি ক'বে,
সখীগণ মনে কি ভাবিবে?
মুরলা—মুরলা।
মরি কি মধুর নাম!
সখী ডাকে মুরলা বলিয়া;
না—আর না ভাবিব,
এখনই উন্মত্ত হইব।
তম। কেবা তুমি মহাশয়?
প্রবীর। যাই তবে ভূপতির কাছে;
দিয়া পরিচয়,

কন্যা ভিক্ষা মাগি সভামাঝে।
অবশ্য না উপেক্ষা করিবে।
কিন্তু, কি হবে উপায়,
যদি বালা আমারে না চায়?
কেমনে ধরিব প্রাণ?
উপহাস্য হ'ব সভাতলে,
অপমানে মরিব মরমে।

তম। কেবা তুমি মহাশয়?

প্রবীর। কি জিজ্ঞাসা কর সুলোচনে?

তম। কেবা তুমি রাজবেশী?
উন্মাদ সমান কেন ভ্রম বনমাঝে?

প্রবীর। কিন্তু হৃদি কিসে হয় স্থির?
কিরূপে ধৈরজ ধরি?
প্রবোধ না মানে মন,
যাক্ সব,
রাজ্যধনে নাহি প্রয়োজন।
সন্ন্যাসী হইব,
দেশ ছাড়ি যাব,
বিজনে চিন্তিব সে অতুল রূপছবি।

[প্রবীরের প্রস্থান।]

তম। উন্মত্ত যুবক;
মুরলাই ধ্যান জ্ঞান তার।
কিন্তু—কিন্তু—
মম পানে ফিরে না চাহিল,
কোন কথা না কহিল,

উপেক্ষিয়া যেন গেল চলি।
আমি কি এতই হীনা ?
হেরি এ বদন,
মজেনাকি পুরুষের মন ?
দীর্ঘবেণী,—
শুধু কি ভুলায় মোরে ?
বিম্বাধরে নাহি ক্ষরে সুধা ?
কটাক্ষে কি বিঁধেনা হৃদয় ?
উচ্চহৃদে খেলে নাকি যৌবনতরঙ্গ ?
যাক্—যাক্—
দেখি কিছুদিন আর !

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

শিবির সম্মুখ।

প্রবীর ও বিম্বাধর।

বিম্বা। মহারাজ ! আমি কি সাধ করে বলছি ? সকালবেলা, দিব্য ভালমানুষের মত বন চেড়াতে গেলেন, ফিরে এসেই বেতর খেতর রকম কথা আরম্ভ করে দিলেন ; এত করে সাধলুম, স্নান কল্লেন না—আহার কল্লেন না। ব্যাপার কি

জিজ্ঞাসা কচ্ছি, তারও কোন উত্তর দিচ্ছেন না। মনে মনে কি বিড় বিড় কচ্ছেন, আকাশপানে তাকাচ্ছেন, ঘন ঘন হাঁই ছাড়্‌ছেন, কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছেন, এতে আমাদের মত জ্ঞানীলোকে পেত্নী পাওয়া ভিন্ন আর কি অনুমান কর্‌বে?

প্রবীর। আনত আননে,
ধীর স্থির দাঁড়ায়ে রহিল বালা।
ধীরে তুলি মুখ,
মমপানে বারেক চাহিল;
লাজে পুনঃ নয়ন মুদিল,
গন্ধ ফুলমালা,
উচ্চবক্ষে ঈষৎ কাঁপিল;
আত্মহারা হ'নু নিরখিয়া।

বিদ্যা। এই আবার বিড় বিড় আরম্ভ কর্‌লেন। (এখন) একবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলুন—এই বল্‌তে না বল্‌তেই ফেল্লেন। আমি পৈতা ধরে দিব্যি করে বলছি, এ পেত্নী পাওয়া ভিন্ন অন্য কিছু না—কিছু না। বলি মহারাজ! লোক পাঠায়ে তত্ত্ব নেব কি?

প্রবীর। কি বলিছ বাতুলের মত,
কি তত্ত্ব লইবে?

বিদ্যা। এই—এই—রোজা ডেকে এনে একবার ভাল করে ঝাড়ায়ে, কি জলপড়ে নিলে হয় না?

প্রবীর। আরেরে বাতুল,
ভূতগ্রস্থ আমি?

বিদ্যা। ভাল কথা বল্লেই রেগে উঠেন। তা ও রোগটার লক্ষণই এইরূপ। এখনত আর আপনাতে আপনি নেই? বলি

মহারাজ! ভূতগ্রস্থ নহেন, তবে কি দেবতাগ্রস্থ? আচ্ছা, আমার পৈতা ছুঁয়ে বলুন দেখি আজ সন্ধ্যাকালে—বনে কি কোন গাছের তলায়, কি পুকুরপাড়ে, কিছু দেখেছেন কিনা?

প্রবীর। অবোধ ব্রাহ্মণ!
শুনি তাহা কি হইবে ফল?
দেখেছি কাননে,
ধাতার স্বপন,
অতুলনা সরলা ললনা।
সখীসনে বালা,
যেন ইন্দ্রাণী সঙ্গিনী সনে;
রূপের লহরী,
অঙ্গে খেলে উছলি উছলি,
চারুনেত্র বিকাশে মাধুরী।

বিদ্যা। আহা!
"হৃদিমাঝে উচ্চ কুচ কাঁচলী উপরে।
বস্ত্রের অঞ্চল তাহে কি শোভা ধরে॥

মহারাজ! গরিব বামুনকে আর রূপের তুফানে ফেলে হাবুডুবু খাওয়াবেন না! আমার প্রাণেশ্বরী বিদ্যাধরী বেঁচে থাকুন। ব্রাহ্মণীর ভাগ্য ভাল যে, শর্ম্মা আজ আপনার অনুসরণ করেন নি। নচেৎ "তনুকৃশা মধ্যক্ষীণা বিশালনয়না" গোছের একটা কিছু দেখ্‌লে সামাল দেওয়া ভার হ'য়ে উঠত।

প্রবীর। অবোধ ব্রাহ্মণ!
পরিহাস কাল নহে ইহা।

বিদ্যা। এটাও পরিহাসের কথা হ'ল! ভাল!

প্রবীর। কে আসে অদূরে ?
যেন চিনি চিনি করি,
যেন পূর্ব্বে হেরেছি কোথায় ?
(সুশীলকুমার ও রাজপুরোহিতের প্রবেশ)
সুশীল—সুশীল—
বাল্যবন্ধু অভাগার,
এস এস হৃদয়ে আমার।
(আলিঙ্গন।)

সুশীল। সখা—সখা—
চিনেছ কি আশ্রিত বান্ধবে ?

প্রবীর। চিনিব না তোমা ?
প্রবীর কি অকৃতজ্ঞ এত
না চিনিবে শৈশব-সুহৃদে ?
মাতুল ভবনে,
একত্র শয়ন, একত্র ভোজন,
কত রঙ্গ ক্রীড়া পরিহাস,
এক আশা একই কল্পনা,
কাল ব্যবধানে সব(ই) কি ভুলিব ?
বাল্যসখা তরে,
না দিব কি হৃদয় পাতিয়া ?
কোথা ছিলে এতদিন ?
জীবিত কি পিতামাতা তব ?

সুশীল। জীবিতা জননী,
হায় ! জনক বৈকুণ্ঠধামে।
পিতৃশ্রাদ্ধ পরে,

জ্ঞানার্জ্জন তরে—
গুরুগৃহে করিতেছি বাস।

প্রবীর। গুরু কে?
কোথায় আশ্রম তাঁর?

সুশীল। গুরু মম শাস্ত্রজ্ঞ ধার্ম্মিক,
সিদ্ধনাথ নাম তাঁর;
বনপ্রান্তে অদূরে আশ্রম।
একাদশ বর্ষ আজি আলয়ে তাঁহার,
করিতেছি বাস;
লভিয়াছি মনোরথ।
কল্য প্রাতে ফিরিতাম দেশে।
সন্ধ্যাপরে গিয়াছিনু রাজার সকাশে।
শুনিনু তথায়,—
মৃগয়ার্থে তব আগমন।
জাগিল হৃদয়ে,
কৈশোরের সুখ স্মৃতি,
তব প্রেম প্রীতি ভালবাসা।
তেঁই অধীর অন্তরে,
আত্মহারা আসিলাম ছুটি।

প্রবীর। সঙ্গে তব কোন্ মহাশয়?

সুশীল। রাজপুরোহিত,
এসেছেন সন্দেশ লইয়া।

বিশ্বা। সন্দেশ—সন্দেশ—এ যে না চাইতেই জল। বাঃ! রাজড়ার কপাল কিনা?

প্রবীর। প্রণাম চরণে দ্বিজোত্তম!

কি বারতা তব ?

বিদ্যা। আমার দিকে ও রকম কট্‌মটিয়ে তাকাচ্ছেন কেন ? আপনার বিদ্যাধর কি এমন বোকাবামুন যে, কোন কথা প্রকাশ করে ফেল্‌বে? অন্য সময়ে যা করি না কেন, কাযের বেলা ঠিক আছি।

প্রবীর। ক্ষান্ত হও প্রিয়সখা !
দ্বিজবর !
কহ কি সন্দেশ তব ?

রাজ-পুরো। মহারাজ অবিক্ষিত চম্পা অধিপতি,
ধনে মানে প্রতাপে বিখ্যাত ;
করেছেন আশা,
তব করে অর্পিবেন তনয়া তাঁহার
শুভক্ষণে বিধি অনুসারে।

বিদ্যা। ভাব্‌ছেন কি মহারাজ ! ঝাঁ করে একটা উত্তর দিয়ে ফেলুন। কিছু ভয় নেই, আমা হ'তে কোন কথা প্রকাশ হ'বে না।

প্রবীর। স্থির হও বাতুল ব্রাহ্মণ।
দ্বিজবর !
বিবাহ ব্যাপার সামান্য না গণি মনে।
তিষ্ঠ কিছুক্ষণ ;
চিন্তি দিব সদুত্তর।
এস সখা !
যেবা হয় করিগে মন্ত্রণা।

(প্রবীর ও সুশীলকুমারের প্রস্থান।)

পুরো। রাজা মহারাজাদের সবই অদ্ভুত ব্যাপার, সবাই যেন

এক একটী অমূল্য রত্ন! হাঁ কি না বল্লেই যা' মিটে যায়, সেখানে বলা হ'ল, 'চিন্তি দিব সদুত্তর'। বলি ম'শায়! আপনাদের রাজকুমারী, পোষাকী রকমের, না আটপৌরে রকমের?

রাজ-পুরো। মহাশয়ের প্রশ্নের মর্ম্ম পরিগ্রহ কর্ত্তে পাল্লেম না।

বিদ্যা। আপনিও দেখ্‌ছি, একজন রত্ন কম নন। যাক্, বাজে কথায় আর কায নেই। মৃগয়ায় এসে অবধি দক্ষিণ হস্তের কার্য্যটা একদিনও ভাল করে হ'ল না। আজ একটু হরিণের মাংস, কাল একটা কচুসিদ্ধ, এরূপ পিত্তরক্ষা গোছের আহারে বামুনে শরীর আর ক'দিন চলে? এমন সুগোল নধর দেহ, খেতে না পেয়ে, যেন শুক্‌নো কাটখানি হ'য়ে গেছে! আর কিছু দিন পরে মহারাজ দুষ্মন্তের বয়স্য হ'য়ে পড়্‌তে হবে। দেখা যাক্, যদি বিবাহ-ব্যাপারে কিছু হয়। আসুন মহাশয়! আপাততঃ খানিকটা গরম গরম হাওয়া খাওয়া যাক্‌গে।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

অবিক্ষিৎ ও সুরমা।

সুরমা। অপূর্ব্ব সে স্বপন কাহিনী।
শুন মহারাজ!

নিশাশেষে দেখিলাম যেন,
স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত গগন,
মহামোদে মত্ত ত্রিভুবন,
হাসে গায় মনোমত।
মলয় মারুত দোলায় কুসুম দাম।
ফুলে ফুলে গুঞ্জে মধুকর,
পিককুল কুহরে সুস্বর।
মনে হ'ল জ্ঞান,
সুখময় সংসার উদ্যান।
হায়! পরক্ষণে,
কাল মেঘ উদিল গগনে,
গেল ঢাকি প্রভাতের কাঞ্চন কিরণ।
রুদ্ধ সমীরণ,
ফুলকুল মুদিল নয়ন।
অবনী'তে নামিল আঁধার,
যেন পুনঃ হইল রজনী।
হেনকালে চকিল বিজলী,
সে আলোকে দেখিনু সভয়ে,
কন্যা মম সুপ্ত ভূমিতলে।
দাঁড়াইয়া দূরে এক নারী,
চিনি তারে যেন মনে করি।
বামা মুক্তকেশী,
শুষ্কাধরে ফুটে বিষ-হাসি।
এলো থেলো বাস,
নাসিকায় ঘন বহে শ্বাস।

সরোষ নয়ন,
তপ্ত-অশ্রু করে বরিষণ।
পার্শ্বে এক রাজার কুমার,
করে অসি,
নেত্রযুগে অশ্রু নিরঝর।

অবি। চিন্তা ত্যজ চন্দ্রাননী!
স্বপ্নফল সত্য নহে কভু।

সুরমা। মহারাজ!
প্রবোধ না মানে মন,
আঁখিনীর বারিতে না পারি।
ভাবি মনে কি হ'বে কি হ'বে,
মুরলা কোথায় রবে?
মা ব'লে ডাকিলে,
কেবা তারে হৃদয়ে ধরিবে?
আহা দুঃখিনীর ধন——

অবি। ছিঃ ছিঃ——
বালিকার মত,
ফেলিও না বৃথা আঁখিজল।
আজি সুমঙ্গল দিন,
তনয়ার বিবাহ নিশায়;
পাণ্ডুগণ্ড দেখায়ো না'তায়,
উথলা হইবে বালা।
ঐ হেথা আসিছে মুরলা;
মুছি অশ্রুজল,
হৃদি-ভাব করহ গোপন।

যাই আমি সভা মাঝে,
ব্যস্ত মন নানা প্রয়োজনে।

[অবিক্ষিতের প্রস্থান।]

(মুরলার প্রবেশ।)

মুরলা। মা—মা—

সুরমা। (গীত।)

কেন হাসি নাই মা অধরে।
নীল নয়নে নীর কেন মা ঝরে॥
'মা'—'মা'—বলে বল, কেনরে নয়নে জল,
দেখ তোর দুঃখিনী মার প্রাণ কি করে॥

মুরলা। মা! মা! কোথা যাব,
তোরে ছাড়ি কেমনে রহিব?
ব্যথা পেলে কাহারে জানাব?
কে হ'বে দুঃখেতে দুঃখী।
ধরি বুকে কে মুছাবে আঁখি?

সুরমা। একি কথা যাদুমণি।
পতি-গৃহে পাইবে জননী,
মম মত করিও যতন তাঁর।
পতি রমণীর গতি;
দেবতার মত,
পতিসেবা করিও যতনে।
সম্পদে বিপদে,
সদা থেক স্বামীর নিকটে,
ছায়া সম হ'য়ো অনুগামী।
দিলে ব্যথা কহিও না কথা।

ম্লানমুখ দেখায়োনা তাঁয়।
জুড়াতে সংসার,
প্রেম-মন্দাকিনী বহিবে রমণী-হৃদে,
সবে হ'বে সুশীতল তায়,
গুণবতী!
করি আশীর্ব্বাদ হ'বে পতিব্রতা সতী,
অবিচল ধর্ম্মে রবে মতি।

(সুনীতির প্রবেশ।)

সুনীতি। দেবি!
মাঙ্গলিক কার্য্য সমাধানে,
গুরুদেব এসেছেন পুরে।

সুরমা। চল যাই মা আমার!

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

বনপথ।

তমস্বিনী।

তম। শূন্যপ্রাণ শ্মশান সমান;
ধক্ ধক্ চিতা জ্বলে তায়।
জ্বলুক—জ্বলুক—
পুড়ে যা'ক্ অন্তর মাঝার।

সুকুমার প্রবৃত্তি নিচয়,
হও পুড়ি ছার খার,
ধর্ম্ম যাও উধাও উড়িয়া ;
পুণ্যজ্ঞান যাও রসাতলে।
হৃদয় আগুণে,
হও আঁখি রক্তময় ;
উগার গরল তায় ;
কর দন্ত অধর পীড়ন।
আয় হিংসা মূর্ত্তিমতী হ'য়ে,
নরক-গহ্বর ত্যজি ;
যুবতী ডাকিছে তোরে।
সুশীল ! সুশীল !
রাক্ষসীর মত,
নখাঘাতে চিরিব হৃদয় তোর,
পিয়ি রক্ত জুড়াব পিপাসা।
এত দর্প,
যাচিকার নাহি রাখ মান ?
তাপিতা তরুণী,
কাতরে ধরিল পদ,
ত্যজি লাজ খুলিয়া হৃদয়,
দেখাইল অন্তর মাঝার,
পদাঘাতে উপেক্ষিলা তায় ?
উপাড়ি নয়ন,
শোধ তার করিব গ্রহণ।
দন্তে শির করিব চর্ব্বণ।

মুরলা—মুরলা—
নাহি তোর কোনও দোষ।
কিন্তু সুখ তোর সহিব কেমনে?
ছিলি রাজকন্যা, হ'লি রাজরাণী,
হ'বি পুত্রবতী পতি সোহাগিনী
আর, আমি অভাগিনী,
কাঁদিয়া ভ্রমিব,
বনে বনে যেন কাঙ্গালিনী।
না——না
তোর ঐ সুখভরা বুকে,
করিব ছুরিকাঘাত;
শোণিত নির্ঝর,
উগারিবে হৃদয় বাসনা।
শুষ্ক হ'বে সরস অধর,
নীল আঁখি যাইবে মুদিয়া।
আগুন নয়নে,
হাসি হাস মনে হেরিব সে মুখ তোর।

পটক্ষেপণ।

ইতি দ্বিতীয়াঙ্কঃ।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নদীতীরস্থ শ্মশান।

সন্ন্যাসী সত্যসখা ও চণ্ডশীল।

সত্য। অন্তরের কি ভাব তোমার,
বুঝিয়াছি যোগবলে;
কিন্তু পরীক্ষিতে তাহা,
তবমুখে স্বরূপ শুনিব।

চণ্ড। অন্তর্যামী তুমি প্রভু,
নিবেদিব কিবা তব পদে?
আছিলাম রাজার কুমার,
ছিল রাজ্য সিংহাসন;
ছিল প্রজাগণ;
স্বজনের নাছিল অভাব।
গোপুরে বাজিত বাদ্য,
শততানে গাহিত গায়কী,
নাচিত নর্ত্তকী সুখে;
পূর্ণ ছিল আনন্দে নগর।
স্নেহময় ছিলেন জনক,
ততোধিক স্নেহময়ী মাতা;

তাঁদের আদরে,
উৎফুল্ল আছিল প্রাণ।
ছিল ভার্য্যা মধুর ভাষিণী,
ষোড়শী যুবতী,
রূপবতী জিনি রতি ;
প্রেমে তার ছিনু আত্মহারা,
সুখেতে হৃদয় ছিল ভরা,
দুঃখ ছিল স্বপ্নসম।
প্রবীর—প্রবীর—
নরাধম নৃশংস পামর,
ভাঙ্গিল সে সুখের সংসার।
রাজ্যলোভে আক্রমিল পুরী।
বহু সৈন্য সেনাপতি তার,
দেখিয়া ব্যাপার,
যুদ্ধে ধ্বংস বুঝিনু নিশ্চয়।
যুঝি বহুদিন,
বৃদ্ধ পিতা পড়িলেন রণে ;
অনুমৃতা হ'লেন জননী,
শোকে পত্নী ত্যজিলা জীবন।
পরাজিত হ'ল সৈন্যগণ,
দূরে গেল সুখের স্বজন।
হায় ! নিরাশ্রয়,
কোথা যাব, কে দিবে আশ্রয় ?
ছাড়িয়া নগর,
পশিলাম বিজন বিপিনে।

রাজপুত্র বনে,
সম্বল নয়ন-জল,
কষ্ট আর কি বলিব দেব।
ক্ষুধা শান্ত বন্য ফল মূলে,
পিপাসায় কূপ-বারি পান,
তরুশিরে যামিনী যাপন।
নহে অল্পদিন,
চারিটী বছর কাটায়েছি এইরূপে।
মিশি পশুসনে,
করিয়াছি প্রকৃতি ভীষণ;
প্রতিহিংসা পুষ্টির কারণ,
করিতেছি ব্যাঘ্ররক্ত পান।
কঠোর হৃদয় মম এবে,
নাহি লেশ মমতার,
অত্যাচারে না কাঁপে হৃদয় আর।
পারি উপকারী-বক্ষে হানিতে ছুরিকা.
দন্তহীন শিশুমুণ্ড, বিচূর্ণিতে পারি।
রমণীর সতীত্ব রতন,
পশুবলে হরিতে সক্ষম।
হেরি সে কাতর মুখ,
প্রাণে মম জনমে না দুঃখ।

সত্য। বাখানি হৃদয় তব,
অসাধ্য সাধিবে তুমি।

চণ্ড। এবে প্রতিহিংসা প্রিয়পত্নী মম,
ঘৃণা প্রিয় তনয়া তাহার;

লয়ে দুজনায়,
করি বাস নগরের মাঝে।
জুড়াইতে জ্বালা,
খুঁজি সদা শুভ অবসর।
মিলিলে সুযোগ,
বজ্রনখে চিরিব প্রবীরে,
উপাড়ি নয়ন,
বহ্নি মুখে করিব অর্পণ;
দিব জ্বালা বিধবারে তার,
বিনাশিয়া অন্য পরিজনে,
রাজপুরী করিব শ্মশান।
ধন্য তব প্রতিশোধ আশা।
করি আশীর্ব্বাদ,
পূর্ণকাম হইবে অচিরে।
শুন গুপ্তবাণী,
শত্রু মম প্রবীর স্বাজন,
রক্ত তার হেরিবারে সাধ।
নাশিব পামরে প্রিয়পত্নী বন্ধুসহ।
কালি প্রাতে মৃত্যুবীজ করিব বপন;
অঙ্কুর জন্মিলে,
কাণ্ডপত্র শোভিবে অচিরে।
সে কার্য্যে সহায় তুমি মম।
মোর সুমন্ত্রণা,
তবে করে হইলে চালিত,
হইবেক অসাধ্য সাধন।

চল মন্দির ভিতরে,
অগ্নিস্পর্শি করিগে শপথ।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুরসংলগ্ন উপবন।

প্রবীর ও মুরলা।

প্রবীর। হের বন শোভার আধার ;
রসে ভর ভর কুসুম-নিকর,
হেলি দুলি হাসে মনোহর।
গুঞ্জরি, গুঞ্জরি,
ফুলে ফুলে ভ্রমিতেছে অলি ;
গন্ধবহ মৃদু মৃদু বয়,—
শুন, নিকুঞ্জ ভিতরে,
কুহু কুহু কোকিল কুহরে,
পিউ পিউ ডাকিছে পাপিয়া,
উঠিতেছে শ্যামার ঝঙ্কার।
কি উৎসব আজি উপবনে ?

মুরলা। হের সরোবরে,
স্তবকে স্তবকে
শতদল শোভে থরে থরে ;

যেন নিশাকর ভাসে নীলজলে।
মরাল মরালী,
কূলে করিতেছে কেলি,
পদ্মনাল কাঁপে ধীরে তায়।
দেখ—দেখ—
খঞ্জনী খঞ্জন,
মুখে মুখে চুমিছে কেমন!
চাঁরিনেত্রে কি অশ্রু নির্ঝর!

[illegible] মরি, মরি, নীরব ভাষায়,
দুজনায় কত কথা কয়,
কি স্বর্গে হৃদয় ভরা,
কি কবিত্ব করিছে নয়নে।
প্রিয়ে চারুশীলা!
মনে সাধ হয়,
মিলি দু'জনায় থাকি সদা এইরূপে
কঠোরতা সার নির্ম্মম সংসার
ভুলি দোঁহে ফেলি আঁখিজল।

মুরলা। প্রাণেশ্বর!
দাসী তাই চাহে নিরন্তর।
মাঝে মাঝে মনে হয় সাধ,
থাকি নিদ্রাগতা,
রাখি মাথা বুকেতে তোমার।
ঘুম যেন ভাঙ্গেনা কখন;
তব আদর চুম্বন,
শুধু যেন দেখায় স্বপন;

(সখীগণের প্রবেশ।)

গীত।

সরস কুসুম তুলি গেঁথেছি মালা,
ধর ধর পর গলে রাজার বালা।

(গলে মালা প্রদান।)

অফুট কলি, তুলেছি বলি,
কেঁদে গিয়েছে ফিরি ভ্রমর কালা॥

প্রবীর। প্রাণেশ্বরি!
সখিসনে ভ্রম উপবনে।
সভাগৃহে যাব;
সাধি প্রয়োজন,
তবসনে আবার মিলিব।

মুরলা। এস ত্বরা;
সখারে আনিও সাথে।

[প্রবীরের প্রস্থান।]

১ম সখী। রাজা সভায় গেল, আর অমনি সখীর মুখখানি আঁধার হ'য়ে উঠ্‌ল।

২য় সখী। ওমা! আবার একটি দীর্ঘনিশ্বাসও পড়ল; আচ্ছা ভালবাসা কিন্তু, এমন ধারা ভালবাসা সাতপুরুষের জন্মেও দেখিনি।

মুরলা। কি বুঝিবে ভালবাসা সখি!
কত ভালবাসি,
নিজে না বুঝিতে পারি,
অন্যজনে বুঝাব কেমনে?

অপূর্ণ মানব ভাষা,
প্রকাশিতে নারে ভালবাসা।
প্রাণেশ্বর প্রাণাধিক মম ;
তাঁহার মায়ায়,
বিশ্ব হেরি হাস্যময়,
স্নেহে প্রাণ হয় ভোর।
হেরিলে তাঁহায় আঁখি দুটি পড়ে ঢলি,
সুখ-সিন্ধু হৃদয়ে উথলে ;
মোহ হয় পরশে তাঁহার !

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

অন্তঃপুরসংলগ্ন পথ।

(একদিক দিয়া সুশীলকুমার ও অন্যদিক দিয়া সন্ন্যাসী সত্যসখার প্রবেশ।)

সত্য। জয় হ'ক মহাশয় !

সুশীল। তেজঃপুঞ্জ মূরতি সুন্দর,
কেবা তুমি পুরুষ প্রবর ?
দেহ পরিচয়,
প্রভাতে কি প্রয়োজন তব ?

সত্য। আসি নাই নিজ প্রয়োজনে ;
স্বার্থশূন্য কামনা আমার।

গুরুর আদেশে,
এই বেশে ভ্রমি দেশে দেশে ;
পরহিত ব্রত মম,
পর অশ্রু মুছাইতে সাধ,
পরিচিত সত্যসখা নামে।
শুনিলাম ভীষণ বিপদ তব,
জীবন সংশয় ভয় তায়।
হত্যাকারী ভ্রমিতেছে পশ্চাতে তোমার,
আসিয়াছি দিতে সমাচার।

সুশীল। জীবন সংশয় মম ?
হত্যাকারী ভ্রমিছে পশ্চাতে ?
গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী সুজন,
নাহি কহ প্রলাপ বচন।
চাহ অর্থ ?
অন্য কিছু কর অভিলাষ ?
মনোভাব কহ প্রকাশিয়া,
নাহি রুষ্ট হ'ব তায়।

[illegible]। ওহো !
দুষ্ট গ্রহ রুষ্ট তব প্রতি,
তেঁই মোরে কর অবিশ্বাস।
শুন মহাশয় !
ঠক্ কপটতা কভু নাহি জানি,
ধন রত্নে নাহি অভিলাষ।
করিলাম কর্ত্তব্য পালন,
ইচ্ছা হয় করিও প্রত্যয় ;

ভাব বিপরীত,
ক্ষতি না গণিব তায়।

[প্রস্থানোদ্যত

সুশীল। তিষ্ঠ তিষ্ঠ কিশোর সন্ন্যাসী।
না বুঝিয়া বলেছি বিস্তর;
ক্ষম মম অপরাধ,
কহ,
কেমনে জানিলে দারুণ বিপদ মম?
এ বারতা কে দিল তোমায়?

সত্য। শুন অদ্ভুত কাহিনী।
গত যামিনীতে,
নিজকার্য্যে আছিনু শ্মশানে
অতীত নিশার্দ্ধ,
সান্দ্র মেঘে ব্যাপৃত গগন,
সুষুপ্ত প্রকৃতি,
শব্দশূন্য যেন সর্ব্বস্থান।
সহসা শুনিনু অদূরে মানবকণ্ঠ
জন্মিল বিস্ময় তাহে মনে,
রহস্য জানিতে,
চলিলাম শব্দ অনুসরি;
দেখিনু তথায় জীর্ণ অট্টালিকা এক,
ভগ্ন কক্ষে তার
পরামর্শ করে দুইজনে!
সাগ্রহে শুনিনু তাহা,
বুঝিনু অচিরে,

লক্ষ্য তাহাদের তুমি !
না হ'তে সপ্তাহ গত
গুপ্তভাবে বধিবে তোমায়,
দংশে যথা নিদ্রাতুরে অহি।

সুশীল। ভীষণ সংবাদ তব,
কিন্তু নাহি ডরি তায় ;
নিষ্পাপ হৃদয় মম,
উপকার নাহি ক'রে থাকি
কিন্তু অপকার করিনি কখন।
কার(ও) বুকে হানিনি ছুরিকা,
হৃদে কার(ও) জ্বালিনি অনল।
সবে ভালবাসি,
ভ্রাতা ভগ্নী জ্ঞানে সবারে যতন করি
মম শত্রু !
অসম্ভব কিশোর সন্ন্যাসী।

সন্ত। অজ্ঞ তুমি সংসার রহস্য নাহি জান
কেমনে বুঝিবে,
কিসে ধর্ম্ম অধর্ম্ম সঞ্চার ?
কেমনে জানিবে,
কোন্ হৃদি বাঁজে কোন তানে ?
দেশ কাল পাত্র ভেদনীতি,
বড়ই দুরূহ তত্ত্ব ;
অধ্যয়নে পূর্ণ শিক্ষা নাহি হয় কভু।
নাহি কর অহঙ্কার,
দেখিতেছি যোগবলে,

আত্মা তব ভারাক্রান্ত অতি।
ভ্রমে রমণীর শাপ পশ্চাতে তোমার।

সুশীল। রমণীর শাপ !
একি কথা কহিছ সন্ন্যাসী ?
ভ্রমে কোন নারীপ্রাণে দেইনি যাতনা,
ভগ্নী সম সবে ভালবাসি।

সত্য। পুনঃ বলি,—
বড়ই কঠোর তব নীতি সংসারের ;
জাননা নির্ব্বোধ,
পাত্রভেদে পুরুষের কাছে
ভ্রাতৃস্নেহ না যাচে রমণী।
কাতরা কামিনী,
তব কাছে মাগিল প্রণয়,
উপেক্ষিলা তাহারে ঘৃণায়,
দিয়া ব্যথা যুবতী হৃদয়ে,
কর গর্ব্ব ধার্ম্মিক বলিয়া ?
যাক তাহা,
বলি যাহা শুন মন দিয়া।
শ্মশানে আশ্রম মম,
দ্বিপ্রহর নিশিগতে;
শুদ্ধচিত্তে একাকী যাইবে তথা।
রবে আজি উপবাসী,
বলিব তথায়,
যাহে তব শ্রেয়ঃ লাভ হয়।
সাবধান।

অনুমতি বিনা,
কোন কথা ক'রোনা প্রকাশ।

[সত্যসখার প্রস্থান।

সুশীল। অদ্ভুত ক্ষমতা,
পূর্ব্বকথা বিবৃত করিল।
কোথা চম্পা কোথা এই বিতস্তা নগরী,
বহু দিবসের পথ,
নাহি জানি কেমনে জানিল?
যে সংবাদ লোক অগোচর,
সে বারতা কে দিল ইহায়?
কিন্তু ;—
অপরাধী কিসে তাহা আমি?
কর্ত্তব্য পেলেছি,
শ্রেষ্ঠব্রত স্বধর্ম্ম পালন।
কিন্তু একি ভীষণ সংবাদ,
নরহত্যা ভ্রমিছে পশ্চাৎ!
বিশ্বাস না হয় মনে;
প্রতারক নহেত সন্ন্যাসী?
হ'ক তাহা,
শ্মশানে যাইব,
যতনে বুঝিব,
কি উদ্দেশ্য অন্তরে তাহার।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

প্রবীর, উদয়ন, সভাসদ ও দৌবারিকগণ

প্রবীর। দেখ মন্ত্রী অন্য কিবা আবেদন।

উদয়ন। নাহি অন্য আবেদন।
সন্তুষ্ট সকল প্রজাগণ,
সকলে সুযশ গায়,
দীন নিরাশ্রয়,
অতিথিশালায়,
ভুলি কষ্ট লভিছে বিশ্রাম।
রোগ দমন কারণ,
নিযুক্ত র'হেছে বৈদ্যগণ;
নাহি কোথা অকাল মরণ।
মারিভয় দুর্লক্ষ্য দর্শন।
রাজ আজ্ঞা মত,
সরসী খনিত হইতেছে নানাস্থানে;
কূপজলে মৃত্তিকা উর্ব্বর।
প্রফুল্ল আনন
ভ্রমিতেছে কৃষীবলগণ;
দেব দয়া হেরি সর্ব্বস্থানে,
বণিক ভাণ্ডার,
পরিপূর্ণ নানা রত্ন ধনে।

প্রবীর। ভাল মন্ত্রী! সন্তুষ্ট হইনু

তোমার চেষ্টায়
সিদ্ধ রাজকার্য্য সমুদায়।
রাজকার্য্য দীনের পালন,
হ'য়ো সাবধান,
যেন ক্ষুধার জ্বালায়,
কষ্ট কেহ নাহি পায়।
রাখিও স্মরণ,
অন্নদান ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠতম।

উদয়ন। শিরোধার্য্য রাজ অনুমতি।

(সত্যসখার প্রবেশ।)

প্রবীর। ও কে ও—
মরি মরি কে তুমি সন্ন্যাসী?
কিশোর বয়সে কেন এ কঠোর ব্রত?
মধুর বদন,
মধুর নয়ন,
কুসুম কোমল কায়।
কৃচ্ছ্র ব্রত সাজে কি তোমায়?
প্রকাশ করিছে আঁখি,
ভোগ আশা পুরিতে এখনও বাকী;
রক্তাধর সরস এখন।
বল, বল,
ত্যজিয়া বিলাস,
কি হেতু কঠোর সন্ন্যাস?

সত্য। মহারাজ!
গুরুর আদেশে, সন্ন্যাসীর বেশে,

ধরা মাঝে ভ্রমি নিরন্তর ;
কার্য্য পরহিত,
ব্রত কর্ত্তব্য পালন ;
সদা সাধ নাশিবারে জীবের যাতনা।
আসিয়া এ দেশে
শুনিলাম সুনাম তোমার,
সবে সুখী তোমার শাসনে,
আসিলাম তেঁই দরশনে।
আনিয়াছি দেবের প্রসাদ ফুল,
শঙ্করে স্মরিয়া পর রাজা নিজ শিরে ; (ফুল প্রদান)
অদ্ভুত এ কুসুমের গুণ,
শুষ্ক না হইবে চিরদিন,
নাহি কভু হ'বে গন্ধহীন ;
একি—একি—
বুঝিতে না পারি,
পুষ্প কেন পড়িল ভূতলে ?
কেন বর্ণ হইল মলিন ?
ওহো! বুঝেছি, বুঝেছি,
করিয়াছ সাধ,
কুলটার সাজাবে কবরী ?
শঙ্করের আশীর্ব্বাদ ফুল,
শোভা পাবে দ্বিচারিণী শিরে ?
ছিঃ—ছিঃ—
শতধিক অন্তরে তোমার।

প্রবীর। ক্ষান্ত হও কিশোর সন্ন্যাসী।

সত্য করিয়াছি সাধ সাজাব কবরী,
কিন্তু ;—
সে রমণী সতী শিরোমণি,
অতুলনা ভবে সে ললনা,
ব্যিচারিণী কেন কহ তারে ?

সত্যসখা। মহারাজ !
রমণীর হৃদয় রহস্য
বুঝিবারে করহ বাসনা ?
দেবে যারে মানে পরাভব,
সাধ্য তব বিচারে তাহার ?

প্রবীর। বাক্য তব না পারি বুঝিতে ?

সত্যসখা। বিজ্ঞ তুমি মহারাজ !
তব কাছে কি আর বলিব ?
চিন্তা কর দূর,
সন্দেহে দিওনা হৃদে স্থান।
সন্ন্যাসে দীক্ষিত আমি,
পরহিত ব্রত মম,
ব্যথা পাই সুনাম নাশিতে।
বিদায় এখন,
করি আশীর্ব্বাদ,
শান্তি বাস করুক হৃদয়ে।

প্রবীর। কোথায় আশ্রম তব ?

সত্য। অদূর শ্মশানে,
নদীতীরে আশ্রম আমার।

[সত্যসখার প্রস্থান।]

প্রবীর। কে এ সন্ন্যাসী,
হৃদিভাব কহিল প্রকাশি ?
কিন্তু ;——
কুলটা কহিল কেন ?

উদয়না। মহারাজ !
বৃথা চিন্তা কর পরিহার
চতুর সন্ন্যাসী,
অর্থ কিছু লবে তব কাছে,
বীজ তার করিল বপন।

প্রবীর। হৃদি নাহি হয় স্থির,
যাব অন্তঃপুরে,
সভা ভঙ্গ করহ ঘোষণা।

[প্রবীরের প্রস্থান।]

[সভাভঙ্গসূচক ঘণ্টাধ্বনি ও সকলের প্রস্থান]

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুরস্থ উপবন।

মুরলা।

গীত।

ধরা ভালবাসা কত ধরে।
ফুলেফলে, কোকিলে কলে
ভালবাসা কত ঝরে॥

ভ্রমরা গুঞ্জনছলে, ভালবাসি বলে ফুলে,
মাতোয়ারা ভালবাসা কুহুস্বরে।
চারু তরু শাখে বসি, পাখি গায় ভালবাসি,
ভালবাসি দোলে লতা তরু শিরে ॥

(দূরে প্রবীরের প্রবেশ)

প্রবীর। তরঙ্গিত হৃদয় আমার !
হও স্থির,—
হ'য়োনা বিশ্বাস হারা,
চিন্তায় দিওনা হৃদে স্থান,
হ'বে প্রাণ শ্মশান সমান,
শান্তি যাবে দূরে,
সুখ-রবি ডুবিবে আঁধারে,
হাসি মিশি যাবে হাহাকারে।
প্রাণেশ্বরী বসি এইখানে,
যেন, বনদেবী ধ্যানমগ্না মনে !
মরি, মরি,
কি মধু মাধুরী,
অঙ্গে খেলে উছলি উছলি ?
আহা অবলা ললনা,
সংসারের বঞ্চনা জানেনা,
শুধু সরলতা আঁখিযুগে ভাসে।
কি ভ্রম আমার !
হেন রমণীর মণি,
স্পর্শে যার পবিত্রা ধরণী,
ভাবি তারে বিশ্বাসঘাতিনী ?

না—না—
স্বর্গ তবে মিথ্যা যদি কপট এ ছবি!
(অগ্রসর হইয়া)
প্রিয়ে সুচারু হাসিনী!
প্রবীর নয়ন মণি!
একাকিনী কেন উপবনে?
মুরলা। প্রাণেশ্বর!
মুরলা তোমার বড় ভালবাসে বন।
হু হু করি বহে সমীরণ,
নাচে তায় কুসুম কানন,
চুমে অলি ফুটন্ত কুসুম,
কুহুতান গন্ধবহে বয়,
উড়ি উড়ি পাপিয়া পঞ্চম গায়
বড় সাধ হয়,
দিবারাতি শুনি সে সংগীত,
দেখি সে নীরব ভালবাসা।
প্রবীর। ধন্য প্রিয়ে তোমার জীবন।
প্রকৃতি কবিত্বে ভরা,
জলে স্থলে পর্ব্বতে কাননে,
কাব্য-স্রোত বহে নিরন্তর;
পাখীগানে ভ্রমর গুঞ্জনে,
কাব্যসুধা অজস্র উথলে;
ভাষা তার নীরবতা,
যে পারে পড়িতে তাহা,
ধন্য তার পবিত্র জীবন।

মুরলা। হের নাথ, আসিছেন প্রিয় সখা তব,
সাদরে সম্ভাষ তাঁরে।

(সুশীলকুমারের প্রবেশ।)

প্রবীর। এস প্রিয় সখা মম।
একি ? চিন্তারেখা কিহেতু ললাটে ?
নয়নে কালিমা কেন ?
প্রফুল্লতা কেন নাহি মুখে ?

সুশীল। সত্য সখা চিন্তাচ্ছন্ন হৃদয় আমার,
না জিজ্ঞাস কারণ এখন,
প্রকাশ অযোগ্য তাহা !

প্রবীর। প্রকাশ অযোগ্য !
নাহি জানি কি কথা এমন ;
হবে বুঝি অশুভ বারতা ?

মুরলা। গোপনীয় আমাদের কাছে ?

সুশীল। কিবা গোপনীয় সখি তোমাদের কাছে ?
বলিতে এখন মানা,
পরীক্ষায় বুঝিয়া রহস্য,
সময়েতে করিব প্রকাশ।

মুরলা। পরীক্ষায় রহস্য জানিবে ?
কোথায় ? কি ভাবে হ'বে ?

সুশীল। তাহাও বলিতে মানা।

মুরলা। শুভ কি অশুভ তাহা ?

সুশীল। দারুণ অশুভ ;
জীবন সংশয় মম তায়।

মুরলা। কি বলিলে ?

জীবন সংশয় তায়?
মহারাজ!—মহারাজ!—
(পতন।)

সুশীল। একি! একি!
পলক বিহীন আঁখি,
সখা—সখা—
প্রমাদ ঘটিল বুঝি।

প্রবীর। কিছু না বুঝিতে পারি,
মহা উর্ম্মি খেলিছে হৃদয়ে,
মগ্ন প্রায় সুখের তরণী,
হলাহল উঠিল সুধায়;
কি আর দেখিছ,
যাও দ্রুত,
লয়ে এস ভীষকে ত্বরায়॥

ইতি তৃতীয়াঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শ্মশানমধ্যস্থ ভগ্ন শিবমন্দির।

সন্ন্যাসী সত্যসখা ও চণ্ডশীল।

সত্য। রজনী প্রহর গত,
এখনই আসিবে প্রবীর ;
হেরিলে তোমায়,
সন্দেহ জাগিবে মনে,
লুকাইয়া রহ সাবধানে।

চণ্ড। ইচ্ছা হয়,
এইখানে বধিয়া তাহায়,
হিংসানল করি নিরবাণ,
মুক্ত করি হৃদয়ের ভার।

সত্য। অল্পবুদ্ধি হেরি হাসি পায়।
কিবা লাভ মারিয়া প্রবীরে ?
লোকজন কেহ না মরিবে,
রাজত্ব রহিবে,
রবে মন্ত্রী, সেনা, সেনাপতি ;
প্রতিশোধ কিবা হ'বে তায় ?
বার বার বলেছি তোমায়,

শত্রু মম প্রবীর রাজন,
মিলি দু'জনায়,
প্রতিশোধ করিব গ্রহণ।
কিছুকাল রহ স্থির,
কণ্টকে কণ্টক হ'বে নাশ ;
কেহ না রহিবে,
রোষে ক্ষোভে সকলে মরিবে,
রাজ্য হ'বে ছারখার,
হ'বে তুমি রাজা বিতস্তার।

চণ্ড। বিচক্ষণ হৃদয় তোমার,
বুঝিলাম ভ্রম আপনার।
অনেক সহেছি,
আরও কষ্ট সব কিছুদিন।

সত্য। শুন, পদশব্দ পশিছে শ্রবণে,
আসিতেছে প্রবীর বুঝি,
যাও ত্বরা অরণ্য ভিতরে।

[চণ্ডশীলের প্রস্থান।]

(স্বগতঃ) হতভাগ্য আস্‌ছে। দেখ্‌ছি মনের প্রফুল্লতা ইতি-মধ্যেই হারা হ'য়েছে। ধন্য ঔষধ।

(প্রবীরের প্রবেশ।)

জয় হ'ক মহারাজ !

প্রবীর। প্রণাম চরণে,
আসিয়াছি নিজ ইচ্ছামত ;
ঘুচাও সংশয়,
ভাবনায় নিদ্রা নাহি হয়।

সত্য। বলিব সকলি,
কিন্তু তাহা অতি নিদারুণ ;
জ্বলিবে হৃদয়,
শান্তি হারাইবে তায়।
প্রবীর। জ্বলুক হৃদয়,
ক্ষতি নাহি গণি তায় ;
যাবে শান্তি তাহাতে না ডরি।
কহ কিবা অমঙ্গল বাণী,
হৃদয় সুদৃঢ় মম।
সত্য। হায় !
গিয়েছিনু কুক্ষণে সভায়।
সন্ন্যাসে দীক্ষিত আমি,
পরহিত ব্রত মম,
ধর্ম্ম তার পালিলাম ভাল,
ব্যথা দিনু মানবহৃদয়ে।
প্রবীর। সন্ন্যাসীর নেত্রে জল !
না জানি কি অশুভ সংবাদ,
বল, বল, বিলম্ব না সয়,
ধরি পায়—ঘুচাও সংশয়।
সত্য। আরও দৃঢ় করহ হৃদয়,
শুনিলে সে কথা,
পাবে মর্ম্মে নিদারুণ ব্যথা,
অস্থিভঙ্গ হ'বে তায়।
প্রবীর। শুনহ সন্ন্যাসী,
ক্ষত্র বীর্য্যে জন্ম মম,

শিরে বহে ক্ষত্রিয় শোণিত,
না দুর্ব্বল মানসিক বলে।
যাহা জান ক'রোনা গোপন ;
হৃদি মম পাষাণ সমান
সহিবারে পারিবে সকল।

ত্য। শুন তবে,
ধর্ম্মপত্নী মুরলা তোমার,
ভালবাস যারে প্রাণাধিক,
—কি আর বলিব—
কলুষিত চরিত্র তাহার,
কুলটার মত পাপে রত সর্ব্বক্ষণ।

বীর। কি, কি, কি বলিলে ?
'মুরলা কুলটা'
'পাপে রত সর্ব্বক্ষণ'
একি কহ প্রলাপ বচন,
কেমনে জানিলে তুমি ?
পক্ষে কিবা প্রমাণ তোমার ?

ত্য। জানিয়াছি অস্ত যোগবলে,
ধর্ম্ম অনুরোধে,
তব কাছে করিনু প্রকাশ।
প্রমাণ না চাহি দেখাইতে ;
না হয় বিশ্বাস,
মনে বড় সন্তোষ লভিব।
যাও এবে নিজালয়ে,
দেবপূজা সময় আগত।

প্রবীর। আরে আরে ভণ্ড যোগী!
গ্লানি রাজকুলে,
সতীনামে কলঙ্ক প্রচার?
চাহি প্রত্যক্ষ প্রমাণ,
নহে বিদারি অন্তর
হেরিব কি উদ্দেশ্য তোমার।

সত্য। জগতের ইহাই নিয়ম,
সাধু হেথা নহে নিরাপদ।
শুনহ রাজন,
নহে ইহা আপন ভবন,
প্রভুত্ব না খাটিবে হেথায়,
ত্যজ অস্ত্র,
যাও ফিরি প্রণয়িনী কাছে।
ইচ্ছা হয়,
আসিও নিশিতে কালি,
দেখাইব প্রত্যক্ষ প্রমাণ;
হেরি বক্ষে ক'র অস্ত্রাঘাত।
যাও ত্বরা,
পাল আজ্ঞা মম।

[প্রবীরের প্রস্থান।]

অচিরে ফলিবে ফল,
মনোবাঞ্ছা পূরিবে আমার।
কিন্তু আজি যদি অনর্থ ঘটায়,
হায়! হায়! তা'হ'লে কি হ'বে,
মুরলা মরিবে,

কিন্তু সুশীল বাঁচিয়া রবে,
প্রতিশোধ না হবে পূরণ,
হৃদি দাহ না হবে নির্ব্বাণ।
কেন বৃথা করি এ কল্পনা?
প্রবীর তো নহে হতজ্ঞান;
প্রমাণ লইবে,
তবে নিজ কার্য্য অনুষ্ঠিবে।
পদশব্দ পশিছে শ্রবণে,
আসিছে সুশীল বুঝি;
চণ্ডশীল—চণ্ডশীল—

[সত্যসখার প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—ঃ০ঃ—

নদীতীরস্থ শ্মশান।

পিশাচ ও পিশাচীগণ (তাণ্ডব নৃত্য।)

গীত।

হিলি হিলি হিলি হিলি হিঃ হিঃ হিঃ।
কিলি কিলি কিলি কিলি খাব মাথার ঘি॥
ম্যাথ্ ছ্যাথ্ পচা মড়া,
থোকা থোকা পোকা পড়া,
সপ্ সপ্ সপ্ সপ্ লক্ লক্ জিঃ॥

[সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ভগ্ন শিবমন্দির অভ্যন্তর।

সত্য সখা।

(স্তব।)

শঙ্কর শম্ভু রূপ মোহনং।
শিষ্ট পালন, দুষ্ট দলন, ভবভয় বারণং॥
উজ্জ্বল জটা পিঙ্গল, ফণীমণি ঝলমল,
শিরে গঙ্গা কল কল ভালে শশী শোভনং।
সজ্জন চিত্ত বিনায়ক, ঘনানন্দ হৃদে দায়ক,
চিন্তয় মম মানস তব পুরহর চরণং॥

(সুশীলকুমারের প্রবেশ।)

সত্য। মনো আশা হউক পূরণ।

সুশীল। প্রণাম চরণে।

সত্য। একক?

সুশীল। একক।

সত্য। পথে কিছু হেরেছ নয়নে?

সুশীল। হেরিয়াছি,
যেন একজন,
দ্রুতপদে ছুটিছে নগর পানে।

সত্য। স্থিরভাবে শুন মন দিয়া,
জানাইব বিপদ কাহিনী তব।
পড়ে মনে চম্পক নগর?
গুরু সিদ্ধনাথ তামসী তনয়া তাঁর?

বালা তব মাগিল প্রণয়,
উপেক্ষিলা তাহারে ঘৃণায় ;
অভিমানে যুবতী কাঁদিল,
তবু তব দয়া না হইল ;
ধরিয়া চরণ,
তবু না পাইল মন।
কাতরা কামিনী,
হইয়াছে এবে উদাসিনী।
গত পূর্ব্ব দিনে,
হ'ল দেখা তার সনে।
কথায় কথায়,
জানিলাম তাহার হৃদয়।
বুঝিলাম,
প্রতিহিংসা-বিষে,
পরিপূর্ণ অন্তর তাহার।
প্রতিজ্ঞা বালার,
মরিবে সে নাশিয়া তোমায়।

সুশীল। নহে মিথ্যা সংবাদ তোমার।
কিন্তু ঘৃণায় না ত্যজিয়াছি তায়।
গুরুকন্যা ধর্ম্মভগ্নী মম,
পানি তার না পারি ধরিতে।
লোকে মন্দ কবে,
দেশমাঝে কলঙ্ক রটিবে,
এই ভয়ে ত্যজেছি বালায় ;
ধর্ম্ম ভয়ে, নহেক ঘৃণায়।

সত্য। নহে ধর্ম্ম হৃদে ব্যথা দান।
রমণীর লাজ পরিহরি,
যাচিল প্রণয় বালা,
পিতার সম্মতি ছিল তায় ;
তারে প্রত্যাখ্যান ধর্ম্ম নহে কদাচন।
বিজ্ঞ তুমি বুঝাইব কি আর তোমায় ?
প্রতিশোধ লইবে যুবতী,
বুঝাইয়া রেখেছি তাহায় ;
মম উপদেশে,
দয়া কর কাতরা বালায়,
শাস্ত্রমত করহ গ্রহণ তায়।

সুশীল। ক্ষমা কর সন্ন্যাসী আমায়,
ধরিব না ভগিনীর কর।

সত্য। ক্রুদ্ধা বালা লবে প্রতিশোধ,
হবে তায় জীবন সংশয়।

সুশীল। নাহি ডরি তায়,
প্রাণ হ'তে ধর্ম্ম প্রিয় মম।

সত্য। বলিয়াছি, নহে ধর্ম্ম হৃদে ব্যথাদান।

সুশীল। তর্কের বিষয় নহে ইহা,
বালার মিনতি,
তব হৃদি ক'রেছে ব্যথিত,
তাই দাও হেন উপদেশ।
তামসী ভগিনী মম,
প্রতিজ্ঞা আমার,
ধরিব না কভু তার কর।

সত্য। নাহি কর মৃত্যু ভয় ?
সুখ আশা নাহি কি হৃদয়ে ?
সুশীল। করি সদা মরণের ভয়,
সুখ আশা সদা জাগে হৃদে,
আশাবীজ উপ্ত হৃদয়ে,
সিঞ্চি নীর সদা তার মূলে,
হেরি স্বর্গ কল্পনা নয়নে।
কিন্তু ধর্ম্মে মানি শ্রেষ্ঠতর,
ধর্ম্ম হেতু না ডরি মরণে।
সত্য। যাও ফিরি নিজালয়ে,
হইয়াছে কর্ত্তব্য পালন।
একদিন মাত্র আর তোমার জীবন।
যদি কিছু থাকে বলিবার,
একাকী আসিও কালি ;
কোন ভয় ক'রনা হৃদয়ে,
শঙ্কাশূন্য সন্ন্যাসী-আশ্রম।
[সুশীলকুমারের প্রস্থান।]

সত্য। ওহো !
কিছুতে না ফলিল সুফল,
সেই ঘৃণা এখনও হৃদয়ে,
সেই তেজ প্রকাশে নয়নে ;
নাহি ডরে মরণের ভয়ে।
ধিক্ ধিক্ জীবনে আমার,
হইয়া যুবতী,
বার বার হ'নু অপমান।

বৃথা চেষ্টা আর না করিব,
এবে নিজ কর্ত্তব্য পালিব।
কে কোথায় আছ ভবে শোণিত পিয়াসী,
এস ত্বরা,
পুরাইব তৃষা সবাকার।
এস এস,
ডাকিনী দানবী,
নারী হৃদি করহ পাষাণ।
আয়! আয়! মুরলা সুশীল,
বজ্রনখে ছিঁড়িব হৃদয়,
শিরচূর্ণ করিব চরণে।
চণ্ডশীল—চণ্ডশীল—

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

(প্রবীরের প্রবেশ।)

প্রবীর। ওহো! কি ভীষণ যাতনা হৃদয়ে,
পারিনা সহিতে আর।
গত নিশি ছিনু ঘুমাইয়া,
শান্তির কোমল ক্রোড়ে;
হৃদাকাশ আছিল নির্ম্মল,
সন্দেহ জলদ ছায়া পড়েনি তথায়।

(পরিক্রমণ করিতে, করিতে) না শুনিলে হ'তনা যন্ত্রণা,
কিবা কষ্ট তার,
দস্যু হরে রত্নরাজি অজ্ঞাতে যাহার।

(উদয়নের প্রবেশ।)

কিন্তু এবে,
সুখ শান্তি বিদায়! বিদায়!
প্রবীরের কার্য্য অবসান।

উদয়ন। কেন হেন উন্মাদের মত,
এক দৃষ্টে চাহিয়া রাজন?
ভাবান্তর কিহেতু সহসা?

প্রবীর। মন্ত্রী!
না জিজ্ঞাস কারণ এখন!
অস্থির হৃদয় বড়,
জগতের সমস্ত ভাবনা,
পশিয়াছে মস্তকে আমার,
অবসন্ন হৃদি ভারে তার।

উদয়ন। অন্তঃপুরে করুন প্রবেশ,
জুড়াইবে হৃদয় তথায়।

প্রবীর। পুরমাঝে আর না পশিব।
শান্তি হেতু ডাকিব নিদ্রায়,
কিন্তু না আসিবে কুহকিনী,
সুস্থ জনে সেবিবে পাপিনী।
ধরিয়া মস্তক,
যাতনায় ছুটিব বাহিরে,
আবার ফিরিব ঘরে,

নিশিগত হবে এইরূপে ;
যাও গৃহে তুমি—

উদয়ন। প্রভু অনুগামী দাস,
না ফিরিবে আপন ভবনে।

প্রবীর। ইচ্ছা হয় থাক হেথা,
না করিব নিষেধ তাহায়।
শুন মন্ত্রী !
মহাঘাত পেয়েছি হৃদয়ে ;
এস কাছে,
দেখ দেখি বুকে হাত দিয়া,
অস্থিভঙ্গ কয়খানি ?

উদয়ন। সুস্থ দেহ তব,
অস্থিভঙ্গ হইবে কেমনে ?

প্রবীর। মহাজ্ঞানী তুমি মন্ত্রী।
নহে কি সম্ভব অস্থি চূর্ণ সুস্থ দেহে ?
অসম্ভব কুসুমে কীটের বাস ?
প্রলাপ কি কলঙ্ক শশীতে ?
মিথ্যাকথা মণিতে গরল ?

উদয়ন। মহারাজ !
বাক্য তব না পারি বুঝিতে।

প্রবীর। তুমি কি বুঝিবে মন্ত্রী !
নহে ইহা রাজকার্য্য,
ইহা নহে দুষ্টের দমন।
জ্ঞান অগোচর জগৎ রহস্য ইহা।

উদয়ন। মহারাজ !

রাজ্ঞীরে আনিতে হেথা,
অন্তঃপুরে দিব কি সংবাদ।

প্রবীর। রাজ্ঞীরে আনিবে হেথা ?
যাবে তুমি শয়ন মন্দিরে তার ?
রহস্য কি বুঝাবে আমায় ?
বল, বল,
তুমি কিহে নায়ক তাহার ?
সংগোপনে হয় কি সাক্ষাৎ ?

উদয়ন। ছিঃ——ছিঃ——
একি কথা কহ মহারাজ ?
রাজ্ঞী মম জননী সমান,
মাতৃভাবে হেরি সদা তাঁরে ?

প্রবীর। উপযুক্ত উত্তর তোমার ;
বুঝিলাম ভ্রম আপনার।
তিষ্ঠ হেথা কিছুক্ষণ,
অন্য কার্য্যে করিব গমন।
সাধি তাহা ফিরিব আবার ;
এসনা পশ্চাতে,—

(প্রবীরের প্রস্থান।)

উদয়ন। একি ! একি !
সন্দেহ রাণীর'পরে ?
মজায়েছে পাপিষ্ঠ সন্ন্যাসী।

(প্রস্থান।)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—০*০—

অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

মুরলা ও সুনীতি।

মুরলা। সুনীতিরে!
সে করুণ দৃশ্যাবলী
হৃদে যেন এখনও অঙ্কিত।
চিত্র পুত্তলিকা সম দাঁড়ায়ে জননী,
ঝর ঝর ঝরে,
নেত্রযুগে পুণ্যা প্রবাহিনী।
ভূলোক দেবতা,
দূরে দাঁড়াইয়া পিতা;
সৌম্য মূর্ত্তি স্থির অবিচল,
গিরিরাজ যথা পার্ব্বতী বিদায় দিনে।
শৈশব সঙ্গিনী,
তামসী রমণীমণি,
পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মোর;
নেত্র শুষ্ক রক্তিম বরণ।
থাকিতে নারিনু আর,
পিতার আদর,
জননীর স্নেহ অনুরাগ,
তোমাদের প্রেম অকৃত্রিম,
একে একে জাগিল হৃদয়ে।

পাশরিয়া দেশকাল,
ধরিয়া মায়ের গলা,
উচ্চরবে উঠিনু কাঁদিয়া।

সুনীতি। সখি! চুপ কর, বোধহয় মহারাজ এইদিকে আস্‌ছেন। (নেপথ্যে চাহিয়া) হাঁ, তাই বটে। আমি যাই, একটু দূরে দাঁড়াইগে।

(সুনীতির প্রস্থান।)

(প্রবীরের প্রবেশ।)

মুরলা। প্রাণেশ্বর!
দাসীরে ভুলিয়া, কোথা ছিলে এতক্ষণ?
কত ক'রেছি রোদন,
দেখ, দেখ—
আঁখি জলে ভিজেছে বসন।

প্রবীর। হও স্থির,
হ'য়োনা উতলা।
এস কাছে,
আরও কাছে, আরও কাছে এস বালা।
চাহ দেখি মম আঁখিপানে,
বল দেখি সত্য করি,
না—না—পারিব না বলিবারে তাহা,—

মুরলা। প্রাণেশ্বর!
কিছু না বুঝিতে পারি;
একি তব হৃদয়ের ভাব?
কেন স্বর হ'তেছে কম্পিত?
কেন শ্বাস বহিছে সঘনে?

কেন আঁখি অরুণ বরণ ?
কেন করিছ রোদন ?
বল নাথ আমি কি কারণ ?

প্রবীর। জগদীশ ! একি লীলা তব ?
কি ইষ্ট তোমার,
দগ্ধ করি অভাগারে যন্ত্রণা-অনলে ?
মুরলারে—মুরলারে,
হইতেছে জলে স্থলে বিষ বরিষণ,
বিষে পূর্ণ বন উপবন,
বিষময় নৈশ সমীরণ ;
কোথা যাব—কোথা যাব—
বল্, বল্, কোথা ত্রাণ পাব,
কোথা দগ্ধ হৃদয় জুড়াব ?
ওহো !

মুরলা। প্রাণেশ্বর !
জীবনের দেবতা আমার,
একি তব ভাবান্তর ?
নাহি জানি কিবা দোষে দোষী তব পদে ?
কি অজ্ঞাত পাপে পাপিনী অভাগী ?

প্রবীর। মুরলা ! মুরলা !
বল্ সত্য করি,
নাহি তোর কোনও দোষ ;
না—না—
কে কোঁথায় আত্মদোষ প্রকাশে স্বমুখে ?
স্ব ইচ্ছায় ডুবে কেবা কলঙ্ক পাথারে ?

প্রাণঘাতী অসি মম করে,
—কিন্তু তাহে হইওনা ভীত—
নহে একদিন,
শতদিন সাহায্যে ইহার,
শতবাধা অতিক্রমি ক'রেছি গমন ;
করিয়াছি সবে তুচ্ছজ্ঞান ;
আজি হায় গিয়াছে সকলি,
ধন, মান, যশঃগর্ব্ব ডুবেছে সাগরে ;
এবে শুধু দেহ অবসান,
মানবের লক্ষ্যপথে দাঁড়ায়ে অভাগা—
দেহ ধারী মূঢ়তা সমান ;
বীরত্বের বৃথা অহঙ্কার,
কে পারে রোধিতে ভবে অদৃষ্টের গতি ?

[প্রবীরের দ্রুত প্রস্থান।]

মুরলা। সুনীতিরে——

(পতন।)

(সুনীতির পুনঃ প্রবেশ।)

নীতি। একি ? একি ? এরূপ ক'চ্ছ কেন ? কি হ'য়েছে ? বল, বল, কি সর্ব্বনাশ হ'য়েছে ?

রলা। সুনীতি ! আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা ক'র না। আমি রোদন ক'র্‌তে পার্ব্বো না, চ'খে জল নাই। কিছু ব'ল্‌তে পার্ব্বো না, হৃদয়ে ভাষা নাই।

ইতি চতুর্থাঙ্ক সমাপ্ত।

পঞ্চম অঙ্ক।

—:০:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ সম্মুখ।

প্রবীর ও উদয়ন।

উদয়ন। মহারাজ!

প্রবীর। বার বার করি মানা,
তবু চাহ উপদেশ দিতে?
যাও নিজদেশে,—
নাহি চাই সাহায্য তোমার।

উদয়ন। দাস তব চির অনুগত,
ছায়াসম ভ্রমে কাছে কাছে;
শুন কথা,
রক্ষা কর ক্ষুদ্র অনুরোধ।

প্রবীর। না রক্ষিব তব অনুরোধ,
না পশিব অন্তঃপুরে আর,
না করিব অন্নজল পান;
নাহি কর পুনঃ অনুরোধ,
নহে তব অপরাধে,
উচ্চ নীচ সবারে বধিব,
কোলাহল তুলিব নগরে।

(পরিক্রমণ।)

যাও দূরে,
ভৃত্য তুমি,
অবশ্য পালিবে আজ্ঞা।

(রাজবৈদ্যের প্রবেশ।)

রাজ-বৈদ্য। (জনান্তিকে উদয়নের প্রতি) আরক্ত নয়ন,
তীব্র দৃষ্টি প্রলাপ বচন,
হস্ত পদ হ'তেছে কম্পন ;
দেখিতেছি উন্মাদলক্ষণ,
কফ সহযোগে বিকৃত হ'য়েছে বায়ু।

প্রবীর। এস বৈদ্যরাজ।
আছে কি ঔষধ হেন,
চিন্তামূল ধ্বংস যাহে হয় ?

রাজ-বৈদ্য। চিন্তানাশ না হয় ভেষজে,
নিজে তুমি চিকিৎসক তার !

প্রবীর। ঔষধ প্রভাবে,
কিম্বা মায়াবলে,
স্মৃতিলোপ পার কি করিতে ?
আঘাত তাহার সহিতে না পারি আর।
থাকে যদি ঔষধ ইহার,
কর দান,
যতনে করিব পান।

রাজ-বৈদ্য। মনোরোগ না সারে ঔষধে,
চিন্তাত্যাগ ঔষধ তাহার।

প্রবীর। উপদেশ না চাহি শুনিতে।

কহ,
স্মৃতিনাশে সমর্থ কি তুমি ?

রাজ-বৈদ্য। স্মৃতিলোপ না হয় ঔষধে।

প্রবীর। কে আছে দুয়ারে ?

(জনৈক দৌবারিকের প্রবেশ।)

দূর কর অযোগ্য ভিষকে।

উদয়ন। কর প্রভু ঔষধ সেবন,
শুভ তাহে হইবে নিশ্চয়।

প্রবীর। মন্ত্রী।
বালকতো নহি আমি,
কেন বৃথা বুঝাও আমায় ?
সত্যকথা ব'লেছে ভিষক,
চিন্তানাশ না হয় ঔষধে।
বৈদ্যরাজ !
যাও ফিরে ঘরে,
গ্রন্থগুলি দেখগে পড়িয়া,
যদি কিছু মিলে সদুপায়।

(রাজবৈদ্য ও দৌবারিকের প্রস্থান।)

উদয়ন। মহারাজ !
এইরূপে কাটিবে কি দিন ?
অনশনে অনিদ্রায় যাপিবে জীবন ?

প্রবীর। সত্য মন্ত্রী,—এইরূপে কাটিবে দিবস,
কিন্তু সুখের বিষয়,
আর বহুদিন নয়।

উদয়ন। নাহি জানি কিবা ব্যাধি অন্তরে তোমার ?
কি চিন্তায় আচ্ছন্ন মানস ?

প্রবীর। কিবা ব্যাধি অন্তরে আমার ?
কি চিন্তায় আচ্ছন্ন মানস ?
তুমি কি বুঝিবে মন্ত্রী !
যার ব্যথা, সেই জানে কেমন বেদনা,
বিষধর দংশে যারে,
জানে সেই দংশন যাতনা।

(পরিক্রমণ)

হের,
ডুবে ভানু পশ্চিম গগনে,
প্রয়োজনে যাব অন্য স্থানে;
কেহ যেন সঙ্গে নাহি যায়,
এ নিষেধ বিধি,
সযতনে করিবে পালন।

উদয়ন। দাসেরও যাইতে মানা।

প্রবীর। হাঁ,—সবারই যাইতে মানা।
শুন,
ধরা মাঝে যা কিছু সুন্দর,
অরি আমি সবাকার,
শত্রু মম সুরম্যা প্রকৃতি,
কর্ত্তব্যে দানব আমি,
স্থির লক্ষ্য সংকল্প সাধনে ;
তাই বলি সবারই যাইতে মানা।
অশরীরি জন,

নারীগর্ভে জন্ম যার নয়,
সেও যেন সঙ্গে নাহি যায়।

(প্রবীরের প্রস্থান)

উদয়ন। হায় কিবা আসিল ছুর্দ্দিন।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শ্মশান মধ্যস্থ ভগ্ন শিবমন্দির সম্মুখ।
সন্ন্যাসী সত্যসখা ও চণ্ডশীল।

সত্য। গুরু ভার দিনু তব করে,
বুদ্ধি বলে করিও সাধন।

চণ্ড। বাক্যে কিবা করিব প্রকাশ,
কার্য্যক্ষেত্রে দেখাব ক্ষমতা।

সত্য। তব ক্ষমতায় অবিশ্বাস নাহি হয়,
করি আশা পারিবে সাধিতে,
কিন্তু রবে সদা সাবধানে,—

চণ্ড। সর্ব্বক্ষণ রব সাবধানে,
কেশ স্পর্শ নারিবে করিতে।

সত্য। শিখায়ে দিয়েছি সব,
এবে কোন কার্য্য নাহি আর ;
বনমাঝে থাক লুকাইয়া,
যথাকালে ডাকিব তোমায়।

(চণ্ডশীলের প্রস্থান।)

আইস প্রবীর !
দিব সাক্ষ্য আঁখির উপরে।
মুগ্ধ হ'য়ে তায়,
রজনীতে করিবে প্রলয়,
পুরী তাহে হবে ছারখার।
পদশব্দ হয় যেন দুরে,
নিশ্চয় কে আসিছে হেথায় ;
বসি ধ্যানে,—

(প্রবীরের প্রবেশ।)

প্রবীর। প্রণাম চরণে,
আসিয়াছি নিজ ইচ্ছা মত ;
দেখাও প্রমাণ,
প্রকাশ কে নায়ক তাহার ?

সত্য। মহারাজ! সুনামই মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। যে আমার অর্থ অপহরণ করে, সে আমার কিছুই কর্ত্তে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি আমা হ'তে আমার সুনামটি কেড়ে নেয়, সে নিজে ধনী হয় না, অথচ প্রকৃত পক্ষে আমাকে দরিদ্র করে। আমি শ্মশানবাসি সন্ন্যাসী, সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগী, কেন আমাকে এই কঠোর কার্য্যে ব্রতী কচ্ছেন ?

প্রবীর। উপদেশে বধির শ্রবণ,
দেখাও প্রমাণ,
প্রকাশ কে নায়ক তাহার ?
বল, বল, ক'রনা বিলম্ব,
চাহ মম আঁখি পানে,
হের করে শাণিত কৃপাণ,—

প্রদান উত্তর,
নহে চিরিয়া উরষ,
নেহারিব উদ্দেশ্য তোমার।

সত্য। হও স্থির, হয়োনা উথলা ;
একে একে বলিব সকল।
প্রিয়বন্ধু সুশীল কুমার,
মুরলার প্রণয় আধার ;—

প্রবীর। বাল্যবন্ধু সুশীল কুমার,
মুরলার প্রণয় আধার ?
অনুমান হ'য়েছে নিশ্চয়,
অসম্ভব হ'য়েছে সম্ভব ;
ভাল—ভাল—
দেখাও প্রমাণ,—

সত্য। দেখাইব প্রমাণ তাহার ;
সুশীল এসেছে হেথা,
হেরি তব ভাব,
আত্মদোষ করেছে প্রকাশ ;
শ্রেয়ঃ তরে চাহিয়াছে মম উপদেশ।
আছে বসি মন্দির ভিতরে,
ডাকিলে আসিবে হেথা ;
উথলা হয়োনা,
স্থির ভাবে রহ লুকাইয়া ;
সুশীলে ডাকিয়া আনি,
গুপ্তকথা তার মুখে পাইবে শুনিতে।

(সত্যসখার প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ।)

আর একটী কথা, তুমি একটু দূরে—ঐ বৃক্ষের অন্তরালে—গুপ্তভাবে দাঁড়ায়ে থাক। অধৈর্য্য হ'য়োনা। যদি স্থির থাকতে না পার, তবে জানব তুমি মানুষ নহ, রক্তমাংসের সমষ্টি মাত্র।

(মন্দির মধ্যে গমন।)

প্রবীর। জ্বল অগ্নি হৃদে কিছুক্ষণ,
রক্তদানে শীতলিব ত্বরা ;
ওহো! কি যাতনা অন্তরে আমার!
প্রিয় বন্ধু অবিশ্বাসী!
বিশ্বাসঘাতিনী নারী।

(বৃক্ষান্তরালে অবস্থান।)

(সত্যসখা ও সুশীলের বেশ ধরিয়া চণ্ডশীলের প্রবেশ।)

সত্য। গুপ্ত পাপ করিয়া স্বীকার,
করিয়াছ প্রায়শ্চিত্ত তার ;
কহ,
এবে কিবা মনে অভিলাষ ?

চণ্ডশীল। অন্তঃর্য্যামী তুমি প্রভু!
তব কাছে কি আর বলিব ?
করেছি প্রতিজ্ঞা,
ভাবিব না মুরলারে আর,
হৃদে তারে নাহি দিব স্থান,
কিন্তু রূপে মুগ্ধ মন প্রাণ,
প্রেম তার না পারি ভুলিতে

সত্য। এখনও হও সাবধান,
প্রবীর জানিবে,
নিদারুণ বিপদ ঘটিবে ;—

চণ্ডশীল। বিপদে আশঙ্কা হয়,
প্রাণভয়ে ডরি সদা ;
কিন্তু মোহ-মুগ্ধ-প্রাণ,
না পারে ভুলিতে তায়,
বালা-হৃদি করুণায় ভরা,
স্পর্শ যেন শিরীশ-কোমল ;
হয় লাজ বলিতে তোমায়,
যবে ধনী বাহুযুগে বাঁধি মোরে,
চুম্বনে অধর দাগে,—

প্রবীর। (বাহির হইয়া) আরে আরে বিশ্বাসঘাতক,
লালসা মিটাই তোর,—

(চণ্ডশীলের দ্রুত পলায়ন।)

সত্য। (প্রবীরকে ধরিয়া)
সাবধান মহারাজ !
রক্তপাত ক'রনা আশ্রমে।

প্রবীর। না সন্ন্যাসী,—
দারুণ পিপাসা ;
শোণিত—শোণিত—

(সত্যসখাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান।)

(নেপথ্যে) কতদূর করিবি গমন,
পিছে তোর ধাইছে শমন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অন্ধকারাচ্ছন্ন নিবিড় অরণ্য।

(দ্রুতবেগে চণ্ডশীলের প্রবেশ।)

চণ্ড। কোথা যাই—কোথা যাই—
কালসম ছুটিছে প্রবীর,
রক্ষহ সন্ন্যাসী,—

(দ্রুতবেগে প্রবীরের প্রবেশ।)

প্রবীর। আর কোথা যাবি নরাধম—
যদি থাকে তোর মূঢ় সহস্র পরাণ,
তা'হলেও নাহি পরিত্রাণ,

(অস্ত্রাঘাত, শিরচ্যুত হইয়া চণ্ডশীলের পতন।)

কাটিয়াছি পামরের শির,
তথাপি সন্দেহ হয়,
পুনঃ যদি বাঁচে দুরাশয় ;
খণ্ড খণ্ড করি অস্ত্রাঘাতে,—

(পুনঃ পুনঃ অস্ত্রাঘাত।)

আর না বাঁচিবে মূঢ়,
সখা বলি ডাকিবে না আর,
মুরলারে আর নাহি করিবে চুম্বন ;
আঁখি নাহি হবে মদালস ;
ওহো ! বিশ্বাস বিহীন ভূমণ্ডলে!
প্রিয়বন্ধু বিশ্বাসঘাতক !
যার সনে,
মাতুল ভবনে কাটায়েছি সুখের কৈশোর,

এক পাত্রে ক'রেছি ভোজন,
একই শয়নে,
সুখে দোঁহে ক'রেছি শয়ন,
সেই বন্ধু বিশ্বাস ঘাতক!
বিষে ভরা হৃদয় তাহার!
বিচিত্র এ বিশাল সংসার।
আমি মূঢ় নিশ্চিন্ত রয়েছি,
কলুষিত শয্যা মম!
ভুজঙ্গিনী গৃহে করে বাস!
যাই—যাই—
নেহারিগে হৃদিরক্ত তার।

(দ্রুত প্রস্থান।)

(সত্যসখার প্রবেশ।)

সত্য। শুনিলাম শব্দ এইখানে,
কিন্তু নাহি হেরি কোনজনে;
অন্ধকারে আবৃত কানন,
প্রবীর না পাইবে সন্ধান,
একি—একি?
মুণ্ডে কার পড়িল চরণ?
ওহো! হইয়াছে সর্ব্বনাশ,
সুশীল ভাবিয়া,
চণ্ডীদে বধেছে প্রবীর;
গুরুদণ্ড পাইয়াছে পাপী।
হ'য়েছে ধর্ম্মের জয়
নহে ক্ষত সুশীলের কায়।

আমি পাপী,
পা'ব দণ্ড এইরূপ ?
হ'ক দণ্ড ক্ষতি নাহি গণি তায় ;—
কার্য্য মম স্বকার্য্য উদ্ধার,
অগ্রে সুশীলে নাশিব,
পরে, মুরলার মরণ দেখিব,
তবে বিষহাসি হাসিয়া মরিব।
যাই—যাই—
বিলম্ব না করিব হেথায়,
দেখি গিয়া আরম্ভের শেষ।

[সত্যসখার দ্রুত প্রস্থান।]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

শয়নকক্ষ।

মুরলা নিদ্রিতা।

(প্রবীরের প্রবেশ।)

প্রবীর।　হৃদে জ্বলে ভীষণ অনল,
পুড়ে শিরা উপশিরা তায় ;
বাল্যবন্ধু বিশ্বাস-ঘাতক,
প্রিয়পত্নী বিশ্বাস-ঘাতিনী,
হতভাগ্য কে মোর সমান ?

অৰ্দ্ধ ধরা সুষুপ্ত এখন ;
কেবল জাগ্রত আমি,
শুধু পুড়ে হৃদয় আমার।
(মুরলার প্রতি চাহিয়া)
আহা !
সুপ্তা বালা পালঙ্ক উপর,
মূৰ্ত্তি কিবা মুনি মনোহর ?
মৃণাল কোমল কর,
অযতনে পড়ে উপাধানে ;
এলোথেলো বাস,
অবদ্ধ কুন্তল রাশ,
খেলে কিবা বিশাল উরষে।
কি ত্রিদিব প্রসর ললাটে ?
কি সুন্দর বিম্ব ওষ্ঠাধর ?
বারেক চুম্বন করি ;—(চুম্বন)
আঃ—কি অমৃত নিরমল !
হৃদি যেন হইল শীতল !
মরি ! মরি ! একি ভাবান্তর !
হাসি রাশি অধরে উথলে ;
যেন,—
মরণের মূৰ্ত্তিমাঝে জীবনের জয় !
সুখস্বপ্ন হেরিতেছে বালা,
আলিঙ্গন করি একবার, (আলিঙ্গন)
আঃ—স্পর্শ কি।। কুসুম-কোমল,
হাসিরাশি চুমি শেষবার,

না,—আর না চুমিব,
কলুষিত করিব না কায়,
বালা কলঙ্কিনী,
স্পর্শে তার পাপ মনে গণি।
বিলম্বে বাড়িবে মায়া,
নিদ্রাকোলে নাশি পাপিনীরে,
বিবসনা যুবতী হৃদয়ে,
দেই অসি প্রবেশিয়া বলে ;—
(অসি উত্তোলন)
না—মারিব না,—মারিব না—
হেন কমনীয় কায়ে,
করিব না অসির আঘাত,
বড় ব্যথা পাবে,
কাঁদিয়া উঠিবে বালা ;
না—অবশ্য মারিব,
না মারিলে প্রতারিবে অসংখ্য মানবে,
দিবে ব্যথা বহুজনে ;
(পুনরায় অসি উত্তোলন)
ওহো ! মমতায় কাঁদে প্রাণ,
হৃদয় যে হয় না পাষাণ,
অনিচ্ছায় আঁখি-বারি ঝরে ;
আরে আরে পিশাচী রাক্ষসী,
নরকের চির-অধিবাসী,
আয় সবে হ'য়ে মূর্ত্তিমতী,
বল দেরে হৃদে অভাগার।

মুরলা। (নিদ্রাভঙ্গে) কে তুমি—কে তুমি?
ক্ষম অপরাধ,
কেন হেন বেশ প্রাণেশ্বর?
কেন ঘূর্ণিত নয়ন?
কেন অশ্রু কর বরিষণ?
বড় ভয় হতেছে আমার;—

প্রবীর। ক্ষান্ত হও দ্বিচারিণী,
নাহি কহ একটী বচন।

মুরলা। প্রাণেশ্বর!
কেন হেন বাণী?
তোমা ছাড়া অন্যে নাহি জানি,
কেন কহ দ্বিচারিণী?

প্রবীর। আরে আরে কলঙ্কিনী!
ঢাক সত্য মিথ্যা আবরণে?
জানিয়াছি সব,
শয়নে উদ্যানে,
যত লীলা সুশীলের সনে,
আলিঙ্গন উন্মাদ চুম্বন,
একে একে হেরেছে নয়ন।

মুরলা। একি কহ উন্মাদের মত?
হেন কথা অপরে কহিলে,
গুরু শাস্তি দিতাম তাহায়;
গুরু তুমি,—কি আর বলিব?

প্রবীর। গুরু তোর সুশীল পামর,
তুই তার প্রেমের পুতলি,

মধ্যে আমি অভাগা বর্ব্বর !
যত তোঁর প্রেমের কাহিনী,
শুনিয়াছি সুশীলের মুখে,
এই কর্ণে করেছি শ্রবণ,
লইয়াছি প্রতিশোধ তার,
খণ্ড খণ্ড করেছি পামরে ;
যদি থাকে আঁখি,
চাহ দুষ্টা অসিপানে মম,
হের কর শোণিত-রঞ্জিত।

মুরলা। হায় ! হায় ! ক'রেছ কি কার্য্য বিভীষণ !
প্রাণসখা সুশীল কুমারে,
খণ্ড খণ্ড ক'রেছ অসিতে ?
নাশিয়াছ শৈশব সুহৃদে ?
নরহত্যা ক'রেছ স্বকরে ?
হতভাগ্য তুমি,
অনলে ফেলেছ সুধা,
দলিয়াছ ফুটন্ত কুসুম !

প্রবীর। আরে দুষ্টা শতধিক তোরে।
উপপতি তরে,
নেত্রে তোর অশ্রুবারি ঝরে ?
নাহি লাজ স্বামীর গোচরে ?
বধি তোরে দ্বিচারিণী ;—

(সবলে চাপিয়া ধরণ)

মুরলা। উহুঃ—প্রাণ যায়,—
শ্বাসরুদ্ধ ক'রনা আমার ;

দয়াময়,—হয়োনা নিদয়,
একাঘাতে বধ প্রাণ!

প্রবীর। (অস্ত্রাঘাত)

মুরলা। প্রাণেশ্বর! জীবনের দেবতা আমার,
পদধূলি দাও মম শিরে;
সতী নারী আমি,
মরিব তোমার হাতে,
খেদ নাহি গণি তায়;
কিন্তু দ্বিচারিণী, বিশ্বাসঘাতিনী,
কলঙ্ক রহিল ভবে,
কি হবে উপায় তার?
রহস্য কে বুঝাবে তোমায়?
নয়নের আঁলোক আমার,
ধরি কর,—
দেখ চিরি হৃদয় আমার,
মূর্ত্তি কার বিরাজে তথায়,
পূজা কারে করি নিরন্তর;
চিরিলে অন্তর,
ঘুচিবেক সংশয় তোমার;
দেখি তব প্রফুল্ল বদন,
সুখে দাসী মুঁদিবে নয়ন।
উহুঃ—দারুণ যাতনা,
প্রাণেশ্বর! আর যে থাকিতে নারি,
বাসনা উচ্ছাসে,
হৃদয় যে উঠিছে ফাটিয়া,

শত স্মৃতি জাগিতেছে মনে,
কোথা যাব তোমারে ছাড়িয়া ?
কার কাছে জানাব বেদনা ?
কে চুমিবে মানভরা মুখ ?
কে আদরে ধরিবে হৃদয়ে ?

প্রবীর। মুরলারে—মুরলারে—
কাঁদাস্‌নে অভাগারে আর,
অশ্রু তোর না পারি দেখিতে।
রে নয়ন নাহি ক'র বারি বরিষণ,
কাঁদে বালা শুননা শ্রবণ।

(অস্ত্রাঘাত)

মুরলা। উহুঃ—বড় ব্যথা বাজে প্রাণে,
প্রাণাধিক !
জন্ম শোধ বিদায় চরণে।
বড় কষ্ট হইবে তোমার,
'মুরলা' 'মুরলা' বলি,
যবে নাথ করিবে রোদন,
সান্ত্বনা কে করিবে তখন ?
কে মুছাবে তব আঁখিজল ?
প্রাণেশ্বর !
গর্ভে মম সন্তান তোমার,
ছিল সাধ প্রসবি তাঁহায়,
কোলে তব করিব প্রদান;
সে সাধে সাধিলে বাদ,
বাসনা-মুকুল,

ছিঁড়ে নিলে হৃদয় হইতে।
মা—মা—
আদরিণী মুরলা তোমার,
জন্মশোধ ছাড়িল সংসার ;
না ফুটিতে হৃদি,
ভবখেলা ফুরাইল তার।
দেবতা আমার !
নেত্রে হেরি ঘোর অন্ধকার,
রসনা জড়িত যেন,
বুঝি অন্তিম সময়,
কোথা তুমি—কোথা তুমি—(বাহু প্রসারণ

প্রবীর। ওকি !
নিশিশেষে কারা আসে হেথা !

(তমস্বিনীকে বন্ধন করিয়া লইয়া, উদয়ন ও রক্ষীগণের প্রবেশ।)

বুঝি তোরা শমন কিঙ্কর,
এসেছিস্ ইহারে লইতে ;
ক্ষণেক অপেক্ষা কর্,—

উদয়ন। একি ! একি !
কি ক'রেছ মহারাজ ?
সতী নারী ক'রেছ সংহার ?
না—না—
এখনও জীবন আছে,
নাসিকায় বহিছে নিশ্বাস,
যাও দ্রুত কেহ,

ভীষ্মকে আনহ ত্বরা।

[জনৈক রক্ষীর প্রস্থান।]

প্রবীর। কি ? এখনও জীবিত ?
বহে শ্বাস এখনও নাসায় ?
কষ্ট পায় মুরলা আমার ?
করি দূর মৃত্যুর যাতনা। (অস্ত্রাঘাত)

মুরলা। উহুঃ—দারুণ—যাতনা—বড়—ব্যথা—বড়—ব্যথা—জন্মের—মত—বিদায়—কোথা—তুমি—আঁধার—আঁধার—পদ—ধূলি—দাও—(মৃত্যু)

তমস্বিনী। হা—হা—হা—(বিকট হাস্য) বেশ হয়েছে, ঠিক হয়েছে—অনেক দিনের পর আশা পূর্ণ হ'য়েছে।

প্রবীর। মূর্ত্তি হেরি ভয় হয় প্রাণে,
শমনের নরক-কিঙ্করী !
কিবা চাহ আমার নিকটে ?

উদয়ন। স্থির হও মহারাজ !
শুনাইব ভীষণ কাহিনী,
হের এই বন্দিনী রমণী,
সাজিয়া সন্ন্যাসী,
সর্ব্বনাশ ক'রেছে সাধন।
দৌবারিক ! কহ সবিশেষ।

দৌবারিক। নিশি দ্বিতীয় প্রহরে,
রাজসখা ঘরে প্রহরায় ছিল দাস।
ক্ষম অপরাধ,
পরিশ্রমে ছিনু নিদ্রাগত ;
"রক্ষ প্রাণ" শবদে জাগিনু,

ঘুমঘোরে,
দ্রুত পশিলাম ঘরে,
দেখিলাম সখা তব করিছে চীৎকার,
এই দুষ্টা বসি বক্ষে তাঁর,
সবলে হানিছে ছুরি,
না করি বিলম্ব,
পাপিনীরে ধরিলাম বলে,
লইলাম কাড়িয়া ছুরিকা,
বাঁধিলাম বিচার কারণ।

প্রবীর। ওরে রক্ষি! না কহিস্ প্রলাপ বচন।
নিজহস্তে বধেছি সুশীলে,
খণ্ড খণ্ড ক'রেছি অসিতে,
না বাঁচিবে পুনঃ নরাধম।

দৌবারিক। ক্ষম অপরাধ প্রভু!
নহে মিথ্যা বচন আমার;
সখা তব জীবিত এখনো,
কিন্তু রক্তস্রাবে অবসন্ন কায়!

প্রবীর। মন্ত্রী! মন্ত্রী!
সত্য কি এ সমাচার?
সত্যই কি সুশীল জীবিত?
মিথ্যা যদি কহ,
মুহূর্ত্তে বধিব প্রাণ,
মিটে নাই শোণিত পিপাসা মম।

উদয়ন। সত্য প্রভু সুশীল জীবিত,
নহে মিথ্যা প্রহরী বচন;

হ'লে অনুমতি,
আনি তাঁরে প্রভুর নিকটে।

প্রবীর। ও—ও—ও—(উপবেশন)
কিছু না বুঝিতে পারি,
পড়িয়াছি ঘূর্ণাবর্ত্ত মাঝে।
সত্য যদি সুশীল জীবিত,
যাহ কেহ, আন তাঁরে ত্বরা।

(জনৈক রক্ষীর প্রস্থান।)

ভৈরবী-রূপিণী,
এলোকেশী কে তুমি কামিনী ?
ভয় হয় কহিতে বচন,
কহ কিবা উদ্দেশ্য তোমার ?

তম। তব পত্নী সঙ্গিনী আছিল মম,
সুখে তার কাঁদিত পরাণ;
করিনু প্রতিজ্ঞা তব বিবাহের দিনে,
সুখ তার করিব বিনাশ,
দেখ তাহা করেছি সাধন।

প্রবীর। বধিলাম কাহারে শ্মশানে ?

তম। চণ্ডশীলে ;——
রাজ্য যার লয়েছ কাড়িয়া,
নাশিয়াছ নিশীথে তাঁহায়।

প্রবীর। সুশীলের অপরাধ ?

তম। তব বন্ধু সুশীলকুমার,
ছিল শিষ্য পিতার আমার,
প্রেমনেত্রে হেরেছিনু তায়

ত্যজি লাজ কামুকীর মত,
মাগিলাম তাহার প্রণয়,
উপেক্ষিল দারুণ ঘৃণায়।
সাধিলাম ধরিয়া চরণ,
তবু নাহি শুনিল বচন,
সন্ন্যাসী সাজিয়া
কতমতে বুঝাইনু তায়,
কিন্তু না ফলিল ফল,
রাখিল না যুবতীর মান ;
তেঁই,—
রোষে ক্ষোভে হইয়া অধীর,
এসেছিনু বাঁধিতে তাহায়,
গ্রহচক্রে অপূর্ণ বাসনা।

প্রবীর। [সবলে উঠিয়া] আরে আরে ভৈরবী রমণী,
নাহি কিরে আকাশে অশনি ?
না—না—এ নহে মানবী,
মানবীর নেত্রে কোথা জ্বলে হুতাশন,
যদি তুই হইস্ দানবী,
তবে তোরে নারিব নাশিতে,
[অস্ত্রাঘাত।]

উদয়ন। স্থির হও মহারাজ!
নারী বধি ক'রনা কলঙ্ক।

প্রবীর। সত্য মন্ত্রী, বধিব না পাপিনীরে,
মরণে পাইবে শাস্তি,
থাকিয়া জীবিত.

যাতনার বিষাগ্নিতে হউক দাহিত।

(দোলারোহণে আহত সুশীলকুমারের প্রবেশ।)

ল। (মুরলার প্রতি চাহিয়া) একি! একি!
হত প্রিয়সখি ;—
মহারাজ!
কে করিল হেন সর্ব্বনাশ?

ীর। সুশীল! প্রিয়বন্ধু অভাগার!
পতিব্রতা সতীঘাতী আমি!
মোহে মজি পশুসম বধেছি বালায়,
কোন কথা শুনিনি শ্রবণে ;
নরকে না হবে মম স্থান,
প্রেতপতি ডরিবে আমায় হেরি,
শূলসহ পালাবে ত্রিশূলী।
দেখ—দেখ—কি করেছি আমি,
দলিয়াছি নিদাঘ নলিনী,
ভাঙ্গিয়াছি বসন্তের বীণা,
হাসি রাশি ফেলেছি অনলে।
হতভাগ্য কে মোর সমান?
ভূত প্রেত ডাকিনী দানবী,
কে আছ কোথায়,
পদাঘাত কর নরাধমে;—
ছিঁড়িয়া হৃদয়,
বিতরণ করহ কুক্কুরে ;
সতী নাশ ক'রেছি স্বকরে!
ঘূর্ণ বায়ু উড়াও আমায়,

অগ্নি হ্রদে ফেল অভাগায়,
পুড়ি অস্থি হ'ক ছারখার।
মুরলা—মুরলা—
মৃত—মৃত—ও—(উপবেশন)
(সবলে উঠিয়া)
আরে আরে ভীষণা রমণী,
পোড়া মোরে নয়ন অনলে,
পদাঘাতে চূর্ণ কর মোরে,
এ করুণ দৃশ্য আর না পারি দেখিতে

সুশীল। ধর মন্ত্রী সখারে আমার,
শোকেতে উন্মত্ত প্রাণ

উদয়ন। স্থির হও মহারাজ!
বিধি লিপি না হয় খণ্ডন!

প্রবীর। মন্ত্রী!
ধরি পায় ধরনা আমায়,
মরিবারে দেহ অবসর।
প্রাণাধিকা!
প্রবীরের আনন্দ দায়িনী,
হায় তোর কি দশা ক'রেছি?
ফুটিলে কণ্টক,
কাঁদি সতী জানা'তে আমায়,
কত অশ্রু বরষিতে হায়!
সেই দেহে অসির আঘাত!
কত না লেগেছে ব্যথা,
কেন না কহিলে কথা,

হস্ত কেন করনি ধারণ।
(এক দৃষ্টে দেখিতে দেখিতে)
রে নয়ন!
বল দেখি দেখিছ কেমন?
কি লোহিত শোণিত বরণ?
রক্তাধরে কি মধু মাধুরী?
জন্ম শেষ চুম্বি একবার;—
আঃ—কি মধুর,
মৃতাধরে এত সুধা!
নাহি জানি জীবন্তে কি ছিল?
যাও প্রিয়ে সংসার ছাড়িয়া,
শোক-তাপ-দগ্ধ ভূমণ্ডল,
কেমনে রহিবে হেথা?
রবি-তপ্ত-শিলা-পরে ফুটে কি কুসুম?
ত্রিদিব তোমার স্থান,
ইন্দ্রাণী তথায়,
তব তরে পেতেছে আসন,
দেবী হ'য়ে ব'সগে তথায়;
পিছে পিছে যাইবে অভাগা,
দিয়া দৃষ্টি করিও উদ্ধার;
যাও সবে আপন ভবনে,
হব আমি সতী অনুগামী,
যবনিকা ফে'লব জীবনে।

উদয়ন। মহারাজ!
বিজ্ঞ তুমি কি আর বলিব তোমা,

চল অন্য গৃহে ;—

প্রবীর। সখা ! প্রিয়সখা মম !
এ কাহিনী দেশে দেশে করিও প্রচার,
কোনও কথা ক'রনা গোপন ;
ব'ল সবে ছিল মূর্খ প্রবীর পামর,
কিন্তু,—
মুরলারে প্রাণাধিক বাসিত সে ভাল ;
হত্যা তার ভালবাসা ময়,
হায় !
হতভাগা ভেসেছিল শুষ্ক তৃণমত,
ঘটনার প্রবল তরঙ্গে ;
বুঝে নাই জগৎ রহস্য,
আরও ব'লো,
নেত্রে তার ছিল না সলিল,
করেছিল শোণিত নির্ঝর ;
ব'লো,—
ইহা ভিন্ন নাহি ছিল দ্বিতীয় উপায়,
(বক্ষে অস্ত্রাঘাত)
জুড়াইতে হৃদয়ের জ্বালা,
মুরলারে প্রাণাধিক, (পতন)
এই শেষ প্রেম আলিঙ্গন,
এই শেষ মিলন চুম্বন,—(মৃত্যু)

সমাপ্ত।

যবনিকা পতন।